সুন্নাতের আলোকে মুমিনের জীবন-৫

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

শবে-বরাত

ফযীলত ও আমল

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ

ليلة النصف من شعبان في ضوء القرآن والسنة

تأليف د. خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانغير

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত:
ফযীলত ও আমল

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রকাশক
উসামা খোন্দকার
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
বি. বি. রোড. ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন ও ফ্যাক্স: ০৪৫১-৬২৫৭৮; মোবাইল: ০১৭১১১৫২৯৫৪

প্রপ্তিস্থান:
১. দারুশ শরীয়াহ খানকায়ে ফুরফুরা, পাকশী, ইশ্বরদী, পাবনা
২. ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
৩. আল-ফারুক একাডেমী, ধোপাঘাটা-গোবিন্দপুর, ঝিনাইদহ-৭৩০০

প্রথম প্রকাশ : সফর ১৪৩০ হিজরী
মাঘ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ঈসায়ী

হাদিয়া
৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র।

"Quran-Sunnaher Aloke Shabe-Barat: Fazilat O Amal" (Dignity and Activity of Shab-E-Barat in the Light of the Quran & Sunnah), written by Dr. Khandaker Abdullah Jahangir and published by Usama Khandaker, As-Sunnah Pablications, Jaman Supur Market, B. B. Road, Jhenidah-7300. February 2009. Price TK 35.00

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

শবে বরাত বা "মধ্য-শা'বানের রাত"-এর মর্যাদা সম্পর্কে অনেক কথা সমাজে প্রচলিত। মুসলিমগণ এ রাতে বিশেষ ইবাদতে মগ্ন হয়ে পড়েন। মীলাদ-মাহফিল, ওয়ায-নসীহত, বিশেষ মুনাজাত, তাবারুক বিতরণ, কবর যিয়ারত ও বিশেষ সালাতে মুসল্লীরা মগ্ন থাকেন এ রাতে। কিন্তু এ রাতের ফযীলতে কথিত এ সকল বক্তব্য কতটুকু নির্ভরযোগ্য এবং এ রাতের বিশেষ ইবাদত কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কতটুকু গ্রহণযোগ্য বা গুরুত্বের দাবীদার তা নিয়ে আলিম সমাজে বিভিন্ন বক্তব্য ও মতভেদ রয়েছে। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে মুসলমানরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং অনেক সময় গালাগালি ও শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে পড়েন।

এ সকল মতভেদ ও মতপার্থক্যের উর্দ্ধে উঠে কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ রাতের মর্যাদা ও এ রাতের করণীয় নির্ধারণ করা এ পুস্তিকাটি উদ্দেশ্য। এতে আমরা মধ্য-শাবানের রাত্রির ফযীলত ও এ রাত্রে বা পরের দিনে পালনীয় বিশেষ ইবাদত সম্পর্কে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াত ও মুফস্‌সিরগণের বক্তব্য আলোচনা করেছি। এরপর এ বিষয়ে বর্ণিত ও প্রচলিত সকল হাদীস উদ্ধৃত করে সেগুলির গ্রহণযোগ্যতা, বিশুদ্ধতা বা অশুদ্ধতার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মতামত পর্যালোচনা করেছি। এভাবে আমরা সামগ্রিক ভাবে এ রাতে মুসলিমের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলির সম্পর্কে সঠিক সীদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছি।

এ বিষয়ক হাদীসগুলি সম্পর্কে প্রথমে আরবীতে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। পরবর্তীতে আমার সম্মানিত সহকর্মী দা'ওয়াহ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. অলী উল্যাহ প্রবন্ধটি সমৃদ্ধ করে বাংলায় রূপন্তর করেন। এ প্রবন্ধই এ গ্রন্থের মূল ভিত্তি। এ বিষয়ে একটি পৃথক বই লিখব বলে "হাদীসের নামে জালিয়াতি" গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলাম। অনেক পাঠক বারবার গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য তাকিদ দিচ্ছিলেন। তাঁদের তাকিদের প্রেক্ষাপটে তাড়াহুড়ো করেই বইটি প্রকাশ করছি।

সুন্নাতে নববীর উজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। হাদীসে নববীর আলোকে এ রাতের ফযীলত এবং সে ফযীলত অর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত পরিপূর্ণরূপে অবগত হওয়াই আমাদের প্রচেষ্টা। মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি দয়া করে এই নগন্য কর্মটুকু "উপকারী ইলম" হিসেবে কবুল করে নিন এবং একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী- সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও পাঠকদের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন। আমীন!

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

গ্রন্থকার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে:

১. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা
২. এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন
৩. হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা
৪. রাহে বেলায়াত: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যিক্‌র-ওযীফা
৫. মুসলমানী নেসাব: আরকানে ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল (ﷺ)
৬. বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ
৭. সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর
৮. মুনাজাত ও নামায
৯. সহীহ মাসনূন ওযীফা
১০. আল্লাহর পথে দাওয়াত
১১. ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ: আলোচিত ও অনালোচিত কারণসমূহ
১২. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা
১৩. بُحُوثٌ فِي عُلُومِ الْحَدِيْثِ (বুহূসুন ফী উলূমিল হাদীস)
14. A Woman From Desert
১৫. খুতবাতুল ইসলাম: জুমুআর খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ
১৬. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পোশাক
১৭. মুসনাদ আহমদ (ইমাম আহমদ রচিত): বঙ্গানুবাদ (আংশিক)
১৮. ইযহারুল হক্ক (আল্লামা শাইখ রাহমাতুল্লাহ কিরানবী রচিত): বঙ্গানুবাদ
১৯. ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার (মুফতী আমীমুল ইহসান রচিত): বঙ্গানুবাদ
২০. ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা

সংগ্রহ বা পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন:

১. মো. বাহাউদ্দীন, ম্যানেজার, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা), বি. বি. রোড (পোস্ট অফিসের মোড়). ঝিনাইদহ-৭৩০০। মোবাইল নং ০১৭১১-১৫২৯৫৪, ০১৯২২-১৩৭৯২১।

২. মো. আব্দুল মমিন ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। ফোন ০২-৯০০৯৭৩৮। মোবা. ০১১৯৯০৮৩৬৫২।

৩. মো. আনোয়ার হোসেন, ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ৬৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০। মোবা. ০১৯১৬২৬৭৩২৪, ০১৭১৫৫৯২৬৫১।

সূচীপত্র

১. শবে বরাত বনাম মধ্য-শাবানের রজনী /৭

২. ফযীলত ও আমলের উৎস ওহী /৭

২. ১. ওহী ও তার প্রকারভেদ /৭
২. ২. হাদীস ও হাদীস নিরীক্ষা /৮
২. ৩. ফযীলত ও আমল বনাম সুন্নাত /৯

৩. আল-কুরআনে শবে বরাত /১০

৪. মধ্য-শাবানের রজনী বিষয়ক হাদীসগুলির বিষয়বস্তু /১৬

৫. মধ্য-শাবানের রজনীর সাধারণ ফযীলতে বর্ণিত হাদীস সমূহ /১৬

৫. ১. হাদীস নং ১: আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণিত হাদীস /১৬
৫. ২. হাদীস নং ২: আউফ ইবনু মালেক (রা) বর্ণিত হাদীস /১৭
৫. ৩. হাদীস নং ৩: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বর্ণিত হাদীস /১৮
৫. ৪. হাদীস নং ৪: মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) বর্ণিত হাদীস /১৮
৫. ৫. হাদীস নং ৫: আবু সা'লাবা খুশানী (রা) বর্ণিত হাদীস /১৯
৫. ৬. হাদীস নং ৬: আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস /২০
৫. ৭. হাদীস নং ৭: আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) বর্ণিত হাদীস /২০
৫. ৮. হাদীস নং ৮: আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস /২১
৫. ৯. হাদীস নং ৯: তাবেয়ী কাসীর ইবনু মুররা বর্ণিত হাদীস /২১

৬. মধ্য-শাবানের রাত্রিতে ভাগ্যলিখন বিষয়ক হাদীসসমূহ /২২

৬. ১. হাদীস নং ১০: জন্ম-মৃত্যু লিখা, কর্ম উঠানো ও রিয্ক প্রদান /২২
৬. ২. হাদীস নং ১১: চার রাত্রিতে ভাগ্য লিখন /২৩
৬. ৩. হাদীস নং ১২: রিয্ক অবতরণ ও হাজীদের তালিকা প্রণয়ন /২৪
৬. ৪. হাদীস নং ১৩: মালাকুল মাউতকে মৃতদের নাম জানানো /২৫

৭. মধ্য-শাবানের রাত্রিতে দোয়া-ইসতিগফার বিষয়ক হাদীস /২৬

৭. ১. হাদীস নং ১৪: এ রাত্রির দোয়া-ইসতিগফার কবুল হয় /২৬
৭. ২. হাদীস নং ১৫: পাঁচ রাতের দোয়া বিফল হয় না /২৮
৭. ৩. হাদীস নং ১৬: গোরস্থান যিয়ারত ও মৃতদের জন্য দোয়া /৩০

৮. অনির্ধারিতভাবে সালাত ও দোয়ার উৎসাহজ্ঞাপক হাদীস /৩১

৮. ১. হাদীস নং ১৭: মধ্য শা'বানের রাত্রিতে ইবাদত ও দিবসে সিয়াম /৩২
৮. ২. হাদীস নং ১৮: রাত্রি-কালীন সালাত আদায় ও সাজদায় দোয়া /৩৩
৮. ৩. হাদীস নং ১৯: রাত্রি-কালীন নামায আদায় ও দীর্ঘ সাজদা /৩৬
৮. ৪. হাদীস নং ২০: সাজদায় ও সাজদা থেকে উঠে বসে দোয়া /৩৭
৮. ৫. হাদীস নং ২১: সালাতের সাজদায় ও সাজদা থেকে উঠে দোয়া /৩৯
৮. ৬. হাদীস নং ২২: বাকী' গোরস্থানে সাজদারত অবস্থায় দোয়া /৪১
৮. ৭. হাদীস নং ২৩: দুই ঈদ ও মধ্য-শাবানের রাত্রিভর ইবাদত /৪১
৮. ৮. হাদীস নং ২৪: পাঁচ রাত্রি ইবাদতে জাগ্রত থাকার ফযীলত /৪২
৮. ৯. হাদীস নং ২৫: এ রাত্রিতে রহমতের দরজাগুলি খোলা হয় /৪৩

৯. নির্ধারিত পদ্ধতিতে সালাত আদায় বিষয়ক হাদীস /৪৩

৯. ১. হাদীস নং ২৬: ৩০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ৩০ বার ইখলাস /৪৪
৯. ২. হাদীস নং ২৭: ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার ইখলাস /৪৪
৯. ৩. হাদীস নং ২৮: ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার ইখলাস /৪৫
৯. ৪. হাদীস নং ২৯: ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার ইখলাস /৪৫
৯. ৫. হাদীস নং ৩০: ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার ইখলাস /৪৬
৯. ৬. হাদীস নং ৩১: ৫০ রাক'আত সালাত /৪৬
৯. ৭. হাদীস নং ৩২: ১৪ রাক'আত সালাত /৪৭
৯. ৮. হাদীস নং ৩৩: ১২ রাক'আত, প্রত্যেক রাক'আতে ৩০ বার ইখলাস /৪৭

১০. কিছু সনদ-বিহীন বানোয়াট কথা /৪৯

১০. ১. শবে বারাতের গোসল /৪৯
১০. ২. শবে বরাতের হালুয়া-রুটি /৪৯
১০. ৩. ১৫ই শা'বানের দিনে সিয়াম /৫০
১০. ৪. প্রচলিত আরো কিছু ভিত্তিহীন কথা /৫০

১১. সাহাবী-তাবিয়ীগণের মতামত ও কর্ম /৫২

১১. ১. হাদীস নং ৩৪: সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস /৫৩

Contents

১১. ২. হাদীস নং ৩৫: তাবিয়ী আতা ইবনু আবি রাবাহ /৫৪
১১. ৩. হাদীস নং ৩৬: তাবিয়ী উমার ইবনু আব্দুল আযীয /৫৪
১১. ৪. হাদীস নং ৩৭: তাবিয়ী খালিদ ইবনু মা'দান /৫৪
১১. ৫. হাদীস নং ৩৮: তাবিয়ী ইবনু আবী মুলাইকা /৫৫
১১. ৬. হাদীস নং ৩৯: মদীনার তাবিয়ীগণের মতামত /৫৬

১২. চার ইমাম ও অন্যান্য ফকীহের মতামত /৫৭

১৩. শবে বরাত বিষয়ক হাদীসগুলির প্রতিপাদ্য /৫৮

১৪. শবে বরাতের বরকত লাভের পূর্বশত /৬০

১৪. ১. নেক আমল কবুলের সাধারণ শর্তাবলি /৬০
১৪. ২. শিরক বর্জন /৬০
১৪. ৩. হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন /৬০
১৪. ৪. ফরয বনাম নফল /৬৩

১৪. মুমিন জীবনের প্রতিটি রাতই শবে বরাত /৬৩

১৫. শেষ কথা /৬৪

بسم الله الرحمن الرحيم

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল

১. শবে বরাত বনাম মধ্য-শাবানের রজনী

ফার্সী ভাষায় “শব” শব্দটির অর্থ রাত বা রজনী। বরাত শব্দটি আরবী থেকে গৃহীত। বাংলায় “বরাত” শব্দটি “ভাগ্য” বা “সৌভাগ্য” অর্থে ব্যবহৃত হলেও আরবীতে এ শব্দটির অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আরবীতে “বারাআত” শব্দটির অর্থ বিমুক্তি, সম্পর্কচ্ছিন্নতা, মুক্ত হওয়া, নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া ইত্যাদি। ফার্সী “শবে বরাত”, আরবী “লাইলাতুল বারাআত” বা “বিমুক্তির রজনী” বলতে আরবী পঞ্জিকার ৮ম মাস, শা’বান মাসের মধ্যম রজনী বুঝানো হয়।

কুরআন ও হাদীসে কোথাও “লাইলাতুল বারাআত” পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয় নি। সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগেও এ পরিভাষাটির ব্যবহার জানা যায় না। এ রাতটিকে হাদীস শরীফে “লাইলাতুন নিসফি মিন শা‘বান” বা “মধ্য-শা‘বানের রজনী” বলা হয়েছে। সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগের অনেক পরে এ রাতটিকে “লাইলাতুল বারাআত” বা “বিমুক্তির রজনী” বলে আখ্যায়িত করার প্রচলন দেখা দেয়। আমরা জানি, পরিভাষার বিষয়টি প্রশস্ত, তবে মুমিনের জন্য সর্বদা কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবীগণের ব্যবহৃত পরিভাষা ব্যবহার করাই উত্তম। সাধারণ পাঠকের সহজবোধ্যতার জন্য আমরা মাঝে মাঝে “শবে বরাত” বা “লাইলাতুল বারাআত” পরিভাষা ব্যবহার করলেও সাধারণভাবে আমরা এ গ্রন্থে “শবে বরাত” বুঝাতে “শাবান মাসের মধ্যম রজনী” বা “মধ্য-শাবানের রজনী” পরিভাষা ব্যবহার করব।

২. ফযীলত ও আমলের উৎস ওহী

২. ১. ওহী ও তার প্রকারভেদ

ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত “ওহী” বা প্রত্যাদেশ (revelation)। বিশেষত মানবীয় ইন্দ্রিয়ের অতীত গাইবী বা অদৃশ্য জগতের বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য “ওহী” ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। কোনো দিবসের, রাতের, সময়ের বা কর্মের সাওয়াব বা ফযীলত একমাত্র ওহীর মাধ্যমেই অবগত হওয়া যায়। কুরআনে বারংবার বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (ﷺ) দুটি বিষয় প্রদান করেছেন: (১) ‘কিতাব’ বা ‘পুস্তক’ এবং (২) ‘হিকমাহ’ বা ‘প্রজ্ঞা’।[১] ‘কিতাব’ হলো কুরআন, যা হুবহু ওহীর শব্দে ও বাক্যে সংকলিত হয়েছে। আর ‘হিকমাহ’ বা প্রজ্ঞা হলো ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত অতিরিক্ত প্রায়োগিক জ্ঞান যা ‘হাদীস’ নামে সংকলিত হয়েছে। কাজেই ইসলামে ওহী দু প্রকার: কুরআন ও হাদীস।

২. ২. হাদীস ও হাদীস নিরীক্ষা

প্রথম দিন থেকে হাজার হাজার সাহাবীর হৃদয়ে মুখস্থ থেকে ও লিখিতরূপে কুরআন কারীম আক্ষরিকভাবে সংরক্ষিত। কুরআনের নামে কোনোরূপ জালিয়াতির কোনো সুযোগ কখনোই ছিল না। এজন্য প্রথম যুগ থেকেই ইসলামের শত্রুগণ এবং সরলপ্রাণ অজ্ঞ ধার্মিক মুসলিমগণ কুরআনের তাফসীরের নামে এবং হাদীসের নামে বানোয়াট ও মিথ্যা কথা প্রচারের চেষ্টা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে উম্মাতকে সতর্ক করে বলেছেন:

سَيَكُونُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ يُحَدِّثُوْنَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ.

“শেষ যুগে আমার উম্মাতের কিছু মানুষ তোমাদেরকে এমন সব হাদীস বলবে যা তোমরা বা তোমাদের পিতা-পিতামহগণ কখনো শুননি। খবরদার! তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে।”[২]

যাচাই বাছাই না করে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) নামে কোনো কথা না বলতে কুরআন ও হাদীসে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাচাই না করে হাদীস নামে যা বলা হয় তা-ই গ্রহণ করা কঠিন পাপ বলে জানিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

“একজন মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তা-ই বর্ণনা করবে।”[৩]

কোনো হাদীস সম্পর্কে জাল বলে সন্দেহ হলে মুহাদ্দিসদের নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তা আর বলা যাবে না। কারণ এতে জাল হাদীস প্রচারে সহযোগিতা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ.

“যে ব্যক্তি আমার নামে কোনো হাদীস বলবে এবং তার মনে সন্দেহ হবে যে, হাদীসটি মিথ্যা, সেও একজন মিথ্যাবাদী।”[৪]

আর এরূপ মিথ্যাবাদীর সুনিশ্চিত শাস্তি জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ) فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

“আমি যা বলিনি সে কথা যে আমার নামে বলবে (আমার নামে মিথ্যা বলবে) তার আবাসস্থল জাহান্নাম।”[৫]

এ সকল নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণের যুগ থেকে উম্মাতের আলিমগণ "হাদীস" বা "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কর্ম বা অনুমোদন" বলে কথিত ও প্রচারিত কথাকে গ্রহণ করতে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই ও নিরীক্ষা করেছেন। দীনের সকল বিষয়ে কেবলমাত্র সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের উপর নির্ভর করতে নির্দেশ দিয়েছেন উম্মাতের সকল ইমাম, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও আলিম। আমি আমার লেখা "হাদীসের নামে জালিয়াতি" গ্রন্থে এ সকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এছাড়া "বুহূসুন ফী উলূমিল হাদীস" (بُحوث في علوم الحديث) নামক আরবী গ্রন্থেও এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক আলোচনা করেছি। এ বইয়ের স্বল্প পরিসরে এ সকল বিষয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। তবে এ পুস্তকে আমরা শবে বরাত বিষয়ক হাদীসগুলি মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষা পদ্ধতিতে যাচাই করতে চেষ্টা করব। মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

২. ৩. ফযীলত ও আমল বনাম সুন্নাত

কোনো সময় বা কর্মের "ফযীলত" জানার পাশাপাশি এ "ফযীলত" অর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি বা "সুন্নাত" অবগত হওয়া মুমিনের দায়িত্ব। সুন্নাতের পরিচয়, পরিধি, গুরুত্ব, উৎস, প্রকারভেদ ইত্যাদি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার লেখা "এহইয়াউস সুনান" গ্রন্থে। এখানে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, কর্ম ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কর্ম যেভাবে করেছেন সে কর্ম সেভাবে করা এবং তিনি যা করেন নি- অর্থাৎ বর্জন করেছেন- তা না করাই সুন্নাত। তিনি যা করেন নি তা করা সুন্নাতের ব্যতিক্রম বা খেলাফে সুন্নাত। যে কর্ম তিনি করেন নি এবং নিষেধও করেন নি তা জায়েয হতে পারে, প্রয়োজনে মুমিন তা করতে পারেন, কিন্তু কখনোই তা ইবাদত হতে পারে না বা দীন ও সাওয়াবের অংশ হতে পারে না।

সুন্নাতে নববী জানার একমাত্র উৎস সহীহ হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই মুমিনের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ এবং এ আদর্শ হাদীসের মাধ্যমে বিশ্বের সকল মুসলিমের জন্য আল্লাহ সংরক্ষণ করেছেন। মুমিনের সাওয়াব বা বেলায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো সুন্নাত সহীহ হাদীসে সংরক্ষিত হয় নি, বা সুন্নাত জানার জন্য হাদীস ছাড়া অন্য কোনো উৎস বা সূত্রের প্রয়োজন আছে বলে মনে করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতের দায়িত্ব পালনের পূর্ণতায় এবং সাহাবীগণের সুন্নাত প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের পূর্ণতায় সন্দেহ করা হয়। (নাঊযু বিল্লাহ!)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শুধু নেক কর্মের কথা বলেই শেষ করেন নি, বরং প্রতিটি নেক আমল বা ফযীলত তিনি নিজে পালন করেছেন। যে কর্ম যেভাবে তিনি পালন করেছেন তা-ই তাঁর সুন্নাত এবং প্রতিটি ইবাদত বা নেক কর্ম তাঁর পদ্ধতিতে আদায় করা তা কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে নির্দেশ দিয়েছেন সকল ইবাদত তাঁরই অনুকরণে ও হুবহু তাঁরই পদ্ধতিতে আদায় করতে। তিনি জানিয়েছেন যে, সুন্নাতের ব্যতিক্রমভাবে অনেক বেশি নেক আমল করার চেয়ে তাঁর সুন্নাত অনুসারে অল্প নেক আমল করলে অনেক বেশি সাওয়াব লাভ হবে এবং ফিতনা ও কষ্টের যুগে অবিকল সাহাবীগণের মত সুন্নাত অনুসরণ করতে পারলে একজন মুমিন ৫০ জন সাহাবীর সমপরিমান সাওয়াব লাভ করবেন। আর সমাজে সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম বা কর্মপদ্ধতি প্রচলিত হলে তা দূর করে তাঁর সুন্নাত পদ্ধতি জীবিত করা অত্যন্ত বড় নেক আমল ও তাঁর সাথে জান্নাতে অবস্থানের অন্যতম পথ। অপরদিকে তাঁর পদ্ধতির সামন্যতম ব্যতিক্রম করে কোনো ইবাদত বা নেক আমল পালন করলে তা আল্লাহ কবুল করবেন না বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি বারংবার বলেছেন যে, তাঁর পদ্ধতির ব্যতিক্রম বা অতিরিক্ত নেক আমল করার অর্থই তাঁর পদ্ধতি বা সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা ও অপূর্ণ মনে করা। এ বিষয়ক সকল হাদীস "এহইয়াউস সুনান" ও "রাহে বেলায়াত" পুস্তকদ্বয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এ পুস্তকে আমাদের উদ্দেশ্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে শবে বরাত-এর ফযীলত এবং এ ফযীলত অর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত অবগত হওয়া। আমরা বিশ্বাস করি যে, দীনের অন্য সকল বিষয়ের ন্যায় শবে বারাতের সঠিক ফযীলত এবং এ ফযীলত অর্জনের সর্বোত্তম পদ্ধতি তিনিই জানতেন এবং তিনি তা পালন করেছেন। আমরা এ রাতের ফযীলত অর্জনে হুবহু তাঁরই মত কর্ম করতে চাই। তাঁর সুন্নাতের মধ্যে যতটুকু পারি আমল করব। না পারলে তাঁর চেয়ে কম করব। কিন্তু কখনোই তাঁর সুন্নাতের ব্যতিক্রম বা অতিরিক্ত আমল করে বেশি লাভবান হওয়ার চেষ্টা করব না। আমাদের কর্মে ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস ও গ্রহণে ত্রুটি থাকতে পারে না। মাগফিরাত, বেলায়াত, সাওয়াব বা বরকত লাভের জন্য তাঁর পদ্ধতির ব্যতিক্রম বা অতিরিক্ত কোনো কর্মের প্রয়োজন আছে বলে ধারণা করার অর্থই তাঁর সুন্নাতকে অপূর্ণ বলে মনে করা। মুমিন কখনোই এরূপ ধারণা করতে পারে না।

৩. আল-কুরআনে শবে বরাত

আমরা আগেই বলেছি, শবে বরাত বা লাইলাতুল বারা'আত পরিভাষা কুরআন কারীমে কোথাও ব্যবহৃত হয় নি। "লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান" বা "মধ্য-শাবানের রজনী" পরিভাষাটিও কুরআন কারীমে কোথাও ব্যবহৃত হয় নি। তবে কুরআন কারীমের একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ "শবে বরাত" প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

"আমি তো তা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক (বরকতময়) রজনীতে এবং আমি তো সতর্ককারী। এ রজনীতে প্রত্যক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।"[৬]

'মুবারক রজনী'-র ব্যাখ্যায় বিভিন্ন সাহাবী ও তাবিয়ী বলেছেন যে, এ রাতটি হলো 'লাইলাতুল কাদ্‌র' বা 'মহিমান্বিত রজনী'। সাহাবীগণের মধ্য থেকে ইবনু আব্বাস (রা) ও ইবনু উমার (রা) থেকে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। তাবেয়ীগণের মধ্যে থেকে আবু আব্দুর রহমান আল-সুলামী (৭৪ হি), মুজাহিদ বিন জাব্‌র (১০২ হি), হাসান বসরী (১১০ হি), ক্বাতাদা ইবনু দি'আমা (১১৭ হি) ও আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম (১৮২ হি) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, লাইলাতুম মুবারাকাহ অর্থ লাইলাতুল কাদ্‌র।[৭]

এ সকল সাহাবী-তাবিয়ীর মতের বিপরীতে একজন তাবিয়ী মত প্রকাশ করেছেন যে, এ আয়াতে 'বরকতময় রাত্রি' বলতে শবে বরাত বুঝানো হয়েছে। সাহাবী ইবনু আব্বাস (মৃ. ৬৮ হি)-এর খাদেম তাবিয়ী ইকরিমাহ (মৃ. ১০৪ হি) বলেন, এখানে 'মুবারক রজনী' বলতে 'মধ্য

শা'বানের রাতকে' বুঝানো হয়েছে। ইকরিমাহ বলেন, এই রাতে গোটা বছরের সকল বিষয়ে ফয়সালা করা হয়।[৮]

অধিকাংশ বর্ণনাকারী এ বক্তব্যটি ইকরিমার বক্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন বর্ণনাকারী বক্তব্যটি ইবনু আব্বাসের বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন। আন-নাদ্‌র বিন ইসমাঈল (১৮২ হি) নামক একব্যক্তি বলেন, তাকে মুহাম্মদ বিন সুক্কা বলেছেন, তাকে ইকরিমাহ বলেছেন ইব্‌নু আব্বাস থেকে, তিনি উপরে উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: মুবারক রজনী হলো মধ্য-শা'বানের রাত। এতে মৃত্যু বরণকারীদের নাম বর্ণনা করা হয়, হাজ্বীদের তালিকা তৈরি হয়, অতঃপর কোনো বাড়তি-কমতি করা হয়না।[৯]

এ সনদের রাবী 'আন-নাদ্‌র ইবনু ইসমাঈল (১৮২ হি)' কুফার একজন গল্পকার ওয়ায়েয ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সৎ হলেও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তার ভুলের কারণে মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আবুল হাসান ইজলি বলেছেন, এ ব্যক্তি বিশ্বস্ত। ইয়াহয়িয়া বিন সাঈদ বলেছেন, সে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য ও মূল্যহীন। ইমাম নাসায়ী ও আবু যুর'আ বলেছেন, সে শক্তিশালী বা গ্রহণযোগ্য নয়। ইয়াহয়িয়া বিন মাঈন বলেছেন: নাদর বিন ইসমাঈল সত্যবাদী তবে সে কি বর্ণনা করে তা নিজেই জানে না। ইমাম বুখারী ইমাম আহমদের বরাত দিয়ে বলেন, এ ব্যক্তি সনদ মুখস্থ রাখতে পারত না। ইবনু হিব্বান বলেন, তার ভুল খুব মারাত্মক, যে কারণে তিনি পরিত্যক্ত বলে গণ্য হয়েছেন।[১০]

আন-নাদ্‌র ইবনু ইসমাঈলের অবস্থা অবলোকন করলে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি ভুল বশত ইকরিমার বক্তব্যকে ইবনু আব্বাসের বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি সম্ভবত মুহাম্মাদ ইবনু সূক্বাকে বলতে শুনেছেন (عن عكرمة مولى ابن عباس): "ইকরিমা থেকে, ইবনু আব্বাসের মাওলা"। তিনি ভুলে বলেছেন (عن عكرمة عن ابن عباس) "ইকরিমা থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে.."। এভাবে মাকতু হাদীস বা তাবিয়ীর বক্তব্য মাওকুফ বা সাহাবীর বক্তব্যে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বস্ত অনেক রাবীই স্মৃতির দুর্বলতা, নিয়মিত চর্চা ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের অভাবে এভাবে অনেক সময় মাকতূ হাদীসকে মাওকুফ বা মাওকূফ হাদীসকে মারফূ রূপে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রাবীদের বর্ণনার সাথে তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণ এ সকল ভুল নির্ধারণ করেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, তাবিয়ী ইকরিমা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি সূরা দুখানে উল্লিখিত 'মুবারক রজনী' বলতে 'মধ্য শাবানের রজনী' বুঝতেন।

উল্লেখ্য যে, মুফাস্‌সিরগণ ইকরিমার এ মত গ্রহণ করেন নি। প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সিরদের মধ্যে কেউই ইকরিমার এ মত গ্রহণ করেন নি। কোনো কোনো মুফাস্‌সির দুটি মত উল্লেখ করেছেন এবং কোনোটিরই পক্ষে কিছু বলেন নি। আর অধিকাংশ মুফাস্‌সির ইকরিমার মতটি বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন এবং অন্যান্য সাহাবী-তাবিয়ীর মতটিই সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন যে, সঠিক মত হলো, এখানে 'মুবারক রজনী' বলতে 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র'-কে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ যে রাত্রিতে কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছেন সে রাত্রিকে এক স্থানে লাইলাতুল ক্বাদর বা 'মহিমান্বিত রজনী' বলে অভিহিত করেছেন[১১]। অন্যত্র এ রাত্রিকেই 'লাইলাতুম মুবারাকা' বা 'বরকতময় রজনী' বলে অভিহিত করেছেন। এবং এ রাত্রিটি নিঃসন্দেহে রামাদান মাসের মধ্যে; কারণ অন্যত্র আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি রামাদান মাসে কুরআন নাযিল করেছেন।[১২] এথেকে প্রমাণিত হয় যে, মুবারক রজনী রামাদান মাসে, শাবান মাসে নয়। তাঁদের মতে 'লাইলাতুম মুবারাকা' এবং 'লাইলাতুল ক্বাদর' একই রাতের দুটি উপাধি।

এ সকল মুফাস্‌সিরের মধ্যে রয়েছেন মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (মৃ. ৩১০ হি), আবু জাফর আহমদ ইবনু মুহাম্মদ আন-নাহ্‌হাস (৩৩৮ হি), আবুল কাসেম মাহমুদ ইবনু উমর আয-যামাখশারী (৫৩৮ হি), ইবনুল আরাবী, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৫৩৪ হি), আবু মুহাম্মদ আব্দুল হক ইবনু আতিয়্যা (৫৪৬ হি), আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আল-কুরতুবী (৬৭১ হি), আবু হাইয়্যান মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফ গারনাতী (৭৫৪ হি), ইসমাঈল ইবনু উমার আবুল ফিদা, ইবনু কাসীর (৭৭৪ হি), আবুস সাউদ মুহাম্মদ ইবনু মুহাম্মদ আল ইমাদী (৯৫১ হি), মুহাম্মদ ইবনু আলী আল শাওকানী (১২৫০ হি), সাইয়্যেদ মাহমুদ আলুসী (১২৭০ হি), আশরাফ আলী থানবী (১৩৬২ হি), মুহাম্মদ আমীন আল-শানক্বীতী (১৩৯৩ হি), মুফতী মুহাম্মদ শফী, মুহাম্মদ আলী আল-সাবুনী প্রমুখ।[১৩]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী বিভিন্ন সনদে ইকরিমার এ ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করার পরে তার প্রতিবাদ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِيْ ذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

"সঠিক মত হলো তাদের মত যারা বলেছেন যে, লাইলাতুম মুবারাকা বা বরকতময় রাত্রি হলো লাইলাতুল কাদর বা মর্যাদার রাত্রি।...।"[১৪]

অতঃপর তিনি বলেন যে, বরকতময় রাত্রির ব্যাখ্যার ভিত্তিতে "প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফয়সালার বিষয়েও আলিমগণ মতভেদ করেছেন। অনেকে বলেছেন, এ হলো "লাইলাতুল কদর", এ রাত্রিতেই পরবর্তী বছরের জন্ম, মৃত্যু, উন্নতি, অবনতি ও অন্যান্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়। হাসান বসরী, কাতাদা, মুজাহিদ, আবু আব্দুর রাহমান আস-সুলামী, উমার মাওলা গাফরা, আবূ মালিক, হিলাল ইবনু ইয়াসাফ প্রমুখ তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ী থেকে উদ্ধৃত করেন যে, এদের সকলের মতেই লাইলাতুল কাদরে এ সকল বিষয়ের ফয়সালা করা হয়। এরপর তিনি ইকরামা থেকে উদ্ধৃত করেন যে, তার মতে লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বানে এ সকল বিষয়ের ফয়সালা করা হয়। অতঃপর তিনি বলেন:

أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِيْ ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: ذَلِكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ بَيَانِنَا عَنْ أَنَّ المَعْنِيَّ بِقَوْلِهِ (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ

فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ) لَيْلَةُ الْقَدْرِ..."

"এতদুভয়ের মধ্যে সঠিকতর মত হলো যারা বলেছেন যে, লাইলাতুল কাদরে এ সকল বিষয়ের ফয়সালা হয়; কারণ আমরা বলেছি যে, এখানে লাইলাতুম মুবারাকা বলতে তো লাইলাতুল কাদরকেই বুঝানো হয়েছে।"[১৫]

এ বিষয়ে আল্লামা আবু বাক্‌র ইবনুল আরাবী (মৃত্যু ৫৪৩ হি) বলেন:

جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ الصَّادِقِ الْقَاطِعِ : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ } فَنَصَّ عَلَى أَنَّ مِيقَاتَ نُزُولِهِ رَمَضَانُ ، ثُمَّ عَبَّرَ عَنْ زَمَانِيَّةِ اللَّيْلِ هَاهُنَا بِقَوْلِهِ : { فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ } فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ

"অধিকাংশ আলিম বলেছেন যে, লাইলাতুম মুবারাকা বা বরকতময় রজনী হলো লাইলাতুল কাদর। কেউ কেউ বলেছেন, তা হলো "মধ্য-শাবানের রজনী"। এ মতটি বাতিল; কারণ মহান আল্লাহ তার সন্দেহাতীভাবে সত্য গ্রন্থে বলেছেন: "রামাদান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে"[১৬]। এ কথাটি দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাচ্ছে যে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় রামাদান মাস। অতঃপর এ আয়াতে অবতীর্ণ হওয়ার সময় জানিয়ে বলা হয়েছে "বরকতময় রাত্রিতে"। কাজেই কেউ যদি মনে করে যে, এ বরকতময় রাত্রিটি রামাদান ছাড়া অন্য কোনো মাসে তাহলে সে আল্লাহর নামে মহা মিথ্যা বানিয়ে বললো।[১৭]

আল্লামা কুরতুবী (৬৭১হি) বলেন:

وَاللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ. .... وَقَالَ عَكْرِمَةُ: "اللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ هَاهُنَا هِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَالأَوَّلُ أَصَحُّ

"লাইলাতুম মুবারাকা- বরকতময় রজনী- হলো লাইলাতুল কাদ্‌র..... ইকরিমাহ বলেছেন, এখানে বরকতময় রজনী বলতে মধ্য-শাবানের রজনী বুঝানো হয়েছে। প্রথম মতটিই সঠিকতর।"[১৮]

আল্লামা ইবনু কাসীর (৭৭৪ হি) নিশ্চিত করেন যে, বরকমতয় রজনী বলতে "লাইলাতুল কাদর"-ই বুঝানো হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন:

وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كَمَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ فَقَدْ أَبْعَدَ النَّجْعَةَ. فَإِنَّ نَصَّ الْقُرْآنِ أَنَّهَا فِيْ رَمَضَانَ.

"ইকরিমাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বরকতময় রাত্রিটি শাবানের মধ্যম রজনী। এমতটি একটি অসম্ভব ও অবাস্তব মত। কারণ কুরআনে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, এ রাত্রটি রামাদানের মধ্যে।"[১৯]

আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (১৩৬২ হি) বলেন: "অধিকাংশ তাফসিরকারকই 'লাইলাতুম মুবারাকা'-কে এখানে 'শবে কদর' বলিয়া তফ্‌সীর করিয়াছেন এবং এ সম্মন্ধে হাদীসও যথেষ্ট রহিয়াছে। .... আর কেহ কেহ 'লাইলাতুম মুবারাকা'-এর তাফসীর করিয়াছেন 'শবে বরাত'। কেননা শবে বরাত সম্মন্ধেও বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, শবে বরাতে বৎসরের যাবতীয় কার্যের মীমাংসা হইয়া থাকে। কিন্তু যেহেতু শবে বরাতে ক্বোরআন নাযিল হইয়াছে বলিয়া কোনো রেওয়ায়াত নাই এবং শবে ক্বদরে নাযিল হইয়াছে বলিয়া স্বয়ং কোরআনের "নিশ্চয় আমি তা লাইলাতুল কাদরে অবতীর্ণ করেছি" আয়াতেই উল্লেখ রহিয়াছে; সেই হেতু শবে বরাত বলিয়া লাইলাতুম মুবারাকা-এর তাফসীর করা শুদ্ধ নহে বলিয়া মনে হয়।"[২০]

ইকরিমার মতটি প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে মুফাস্‌সিরগণের এরূপ ঐকমত্যের কারণ হলো, ইকরিমার এ মতটি কুরআনের স্পষ্ট বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহ রামাদান মাসে কুরআন নাযিল করেছেন। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, একটি মুবারক রাত্রিতে ও একটি মহিমান্বিত রাত্রিতে তিনি কুরআন নাযিল করেছেন। এ সকল আয়াতের সমন্বিত স্পষ্ট অর্থ হলো, আল্লাহ রামাদান মাসের এক রাত্রিতে কুরআন নাযিল করেছেন এবং সে রাত্রটি বরকতময় ও মহিমান্বিত। মুবারক রজনীর ব্যাখ্যায় মধ্য শাবানের রজনীর উল্লেখ করার অর্থ হলো এই আয়াতগুলির স্পষ্ট অর্থ বিভিন্ন অপব্যাখ্যা ও ঘোরপ্যাঁচের মাধ্যমে বাতিল করা।

৪. মধ্য-শাবানের রজনী বিষয়ক হাদীসগুলির বিষয়বস্তু

এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআন কারীমে 'শবে-বরাত' বা 'লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান' সম্পর্কে কোনোরূপ নির্দেশনা নেই। তবে এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মধ্য শা'বানের রজনী বা শবে বরাত সম্পর্কে প্রচলিত হাদীসগুলিকে সেগুলির অর্থ ও নির্দেশনার আলোকে সাত ভাগে ভাগ করা যায়:

১. সাধারণ ফযীলতের হাদীস, যেগুলিতে কোনো আমলের কথা উল্লেখ নেই।
২. উক্ত রাতে হায়াত মওত ও রিযক নির্দ্ধারণ বিষয়ক হাদীস।
৩. এ রাতে দোয়া-মুনাজাত করতে উৎসাহজ্ঞাপক হাদীস।
৪. এ রাতে অনির্ধারিতভাবে সালাত আদায়ে উৎসাহজ্ঞাপক হাদীস।
৫. নির্ধারিত রাক'আত সালাত নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায়ে উৎসাহজ্ঞাপক হাদীস।
৬. সনদ বিহীন কিছু প্রচলিত কথা।
৭. উক্ত রাত সম্বন্ধে সাহাবা ও তাবেয়ীগণের পক্ষ থেকে কতিপয় বক্তব্য ও আমল।

৫. মধ্য-শাবানের রজনীর সাধারণ ফযীলতে বর্ণিত হাদীস সমূহ

মধ্য শাবানের রজনীর ফযীলতে বর্ণিত প্রথম প্রকারের হাদীসগুলিতে এ রাতের বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ রাতের মর্যাদা বা ফযীলত অর্জনের জন্য বিশেষ কোনো কর্ম বা আমলের নির্দেশ দেয়া হয় নি। এ অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলির সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা এ রাতে বান্দাদের খোঁজ খবর নেন, তাদের প্রতি দৃকপাত করেন এবং শিরক-এ লিপ্ত, বিদ্বেষে লিপ্ত, আত্মহননকারী ইত্যাদি কয়েক প্রকারের মানুষ ব্যতীত সকল মানুষের পাপ মার্জনা করে দেন। এ অর্থের হাদীস সমূহ বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে যা সামগ্রিক বিচারে হাদীস বিশারদগণের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ বলে প্রমানিত হয়েছে। এ অর্থের হাদীসগুলি নিম্নে আলোচনা করা হলো।

৫. ১. হাদীস নং ১: আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণিত হাদীস

আবূ মূসা আশ্আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

"মহান আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃকপাত করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষনকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন।"

এ হাদীসটি ইমাম ইবনু মাযাহ একাধিক সনদে 'ইবনু লাহীয়া'-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[২১] দ্বিতীয় হিজরী শতকের মিশরীয় মুহাদ্দিস ইবনু লাহীয়া (১৭৪ হি) কখনো বলেছেন, তাকে দাহ্হাক ইবনু আইমান, দাহ্হাক ইবনু আব্দুর রাহমান থেকে, তিনি আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে হাদীসটি বলেছেন। কখনো তিনি বলেছেন, তাকে যুবাইর ইবনু সুলাইম, দাহ্হাক ইবনু আব্দুর রাহমান থেকে আবূ মূসা (রা) থেকে হাদীসটি বলেছেন।

উক্ত ইবনু লাহীয়া (আব্দুলাহ্ বিন লাহীয়া আল হাযরামী, আবু আব্দুলাহ আল মিসরী) একজন তাবে-তাবেয়ী, বিশিষ্ট আলিম, ফক্বীহ, ক্বারী ও হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। কিন্তু হাদীস মুখস্থ করা ও রেওয়ায়েত করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দুর্বল। বিশেষত তার পাণ্ডুলিপিগুলি পুড়ে যাওয়ার পর।[২২] এ কারণেই আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন আবী বাক্র আল বুসিরী (৮৪০ হি) বলেছেন: "আব্দুলাহ বিন লাহীয়া-এর দূর্বলতার কারণে আবূ মূসাা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের সনদটি দুর্বল।"[২৩]

৫. ২. হাদীস নং ২: আউফ ইবনু মালেক (রা) বর্ণিত হাদীস

আউফ ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

يَطَّلِعُ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ كُلِّهِمْ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

"মহান আল্লাহ্ মধ্য শা'বানের রাতে সৃষ্টির প্রতি দৃকপাত করেন। অতঃপর শিরকে লিপ্ত অথবা বিদ্বেষে লিপ্ত ব্যতীত সকলকে মাফ করে দেন।"

এ হাদীসটি আবু বকর আহমদ বিন আমর আল বায্যার তাঁর সনদে ইবনু লাহীয়া থেকে, তিনি তাঁর শায়খ আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউম থেকে, তিনি তাঁর সনদে আউফ বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন।[২৪]

এই সনদটিও ইবনু লাহীয়া ও তার শায়খ আব্দুর রহমানের দূর্বলতার কারণে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হাফিয নূরুদ্দীন আলী বিন আবি বকর আল-হায়সামী (৮০৭ হি) বলেন: "এ সনদের মধ্যে আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউমকে আহমদ বিন সালেহ নির্ভরযোগ্য বলেছেন, পক্ষান্তরে অধিকাংশ ইমাম তাকে দুর্বল হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর ইবনু লাহীয়াও দুর্বল। এছাড়া সনদের অন্যান্য রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।[২৫]

৫. ৩. হাদীস নং ৩: আব্দুলাহ ইবনু আমর (রা) বর্ণিত হাদীস

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلا لاثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ

"আল্লাহ্ তা'আলা মধ্য-শা'বানের রাতে তাঁর সৃষ্টির দিকে দৃকপাত করেন। অতঃপর বিদ্বেষী ও আত্মহননকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন।"

এ হাদীসটি ইমাম আহমদ তাঁর সনদে ইবনু লাহীয়া থেকে, তিনি তাঁর শায়খ হুয়াই বিন আব্দিলাহ্ আল মু'আফেরী থেকে, তিনি আবূ আব্দুর রাহমান আল-হাবলী থেকে, তিনি আব্দুলাহ্ বিন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।[২৬] ইবনু লাহীয়ার দুর্বলতার কারণে এ হাদীসের দুর্বলতা স্পষ্ট। আল্লামা হাইসামী বলেন: এ হাদীসের সনদে ইবনু লাহীয়া রয়েছেন। তিনি দুর্বল, এছাড়া বাকি রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।[২৭]

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস নাসির উদ্দীন আলবানী বলেছেন, ইবনু লাহীয়া এককভাবে এ হাদীস বর্ণনা করেননি, বরং রিশদীন বিন সা'দ বিন হুয়াই নামক অন্য রাবীও ইবনু লাহীয়ার উস্তাদ হুয়াই বিন আব্দিলাহ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফলে হাদীসটি হাদীস বিশারদদের পরিভাষায় "হাসান লি গাইরিহী" হিসেবে গণ্য হবে।[২৮]

৫. ৪. হাদীস নং ৪: মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) বর্ণিত হাদীস

মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

"মহান আল্লাহ মধ্য শা'বানের রাতে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃকপাত করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষী ব্যতীত সকলকে মাফ করে দেন।"

এ হাদীসটি ইবনু আবি আসিম তাঁর সনদে মাকহুল থেকে, তিনি মালেক বিন ইউখামের থেকে, তিনি মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।[২৯] আল্লামা হায়সামী বলেন, ইমাম তাবারানী এ হাদীসটিকে তাঁর কাবীর ও আওসাত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত উভয় বর্ণনার রাবীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।[৩০]

এভাবে আমরা দেখছি যে, হাদীসটির সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে সনদটি বিশুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত হবে যদি মালেক বিন ইউখামের থেকে মাকহুলের শ্রবণ প্রমাণিত হয়। মাকহুল তাবেয়ী। তিনি ১১২ হি. অথবা তার পরে মৃত্যুবরণ করেছেন।[৩১] মালেক বিন ইউখামেরও তাবিয়ী। তিনি ৭০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় মাকহুলের বয়স বিশের কোঠায় ছিল বলে মনে হয়। কাজেই তাঁর সাথে মাকহুলের সাক্ষাত ও শিক্ষা গ্রহণ অসম্ভব নয়। কিন্তু আল্লামা যাহাবী (৭৪৮ হি) মনে করেন মাকহুল মালেক বিন ইউখামের থেকে শ্রবণ করেননি, বরং তিনি অন্য কারো মাধ্যমে মালিক-এর হাদীস শুনেছেন। বর্ণনার সময় তিনি উক্ত ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে মুরসাল বা বিচ্ছিন্ন-রূপে মালিক-এর নামে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩২] ইমাম যাহাবীর মতানুসারে হাদীসটির সনদ মুনকাতি বা বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল।

৫. ৫. হাদীস নং ৫: আবু সা'লাবা খুশানী (রা) বর্ণিত হাদীস

আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يطَّلِعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ، فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَتْرُكُ أَهْلَ الضَّغَائِنِ وَأَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ

"যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর সৃষ্টি জীবের প্রতি দৃকপাত করেন। অতপর মুমিনদেরকে মার্জনা করে দেন। আর হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতায় লিপ্তদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেন।"

এ হাদীসটি ইবনু আবী আসিম আহওয়াস বিন হাকিম থেকে তাঁর সনদে আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন।[৩৩] আহওয়াস ব্যতীত এ সনদের সকল রাবী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। আহওয়াস সম্বন্ধে ইবনু হাজার (৮৫২হি) বলেন, তিনি তাবিয়ী ছিলেন, আবেদ ছিলেন, তবে তাঁর স্মরণ শক্তি দুর্বল ছিল।[৩৪] এ ধরনের রাবীর বর্ণনা কিছুটা দুর্বল বলে গণ্য হলেও একই অর্থে অন্যান্য রাবীর বর্ণনা থাকলে তা শক্তিশালী বলে গণ্য করা হয়। শাইখ আলবানী এ হাদীসের টীকায় বলেছেন, হাদীসটি সহীহ বা বিশুদ্ধ। এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য, শুধুমাত্র আহওয়াস ব্যতীত। তিনি মুখস্ত শক্তিতে দুর্বল। তবে তাঁর মত রাবীর বর্ণনা সমার্থক অন্যান্য রেওয়ায়েত দ্বারা শক্তিশালী বলে গণ্য হবে।[৩৫]

এছাড়া এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী ও বায়হাক্বী তাঁদের সনদে মাকহুল থেকে, তিনি আবু সালাবা (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।[৩৬] ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, মাকহুল তাবেয়ী। সাহাবাদের মধ্য থেকে যাঁদের মৃত্যু ৭০ হিজরী সনের পরে হয়েছে তাঁদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। আবু সালাবা (রা) ৪০ হিজরী সনে অথবা তার অল্প কিছু পরে ইন্তেকাল করেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, হাদীসটির সনদ মুনকাতে বা বিচ্ছিন্ন। আবু সা'লাবা (রা) -এর সাথে মাকহুলের সাক্ষাত হয়নি। তিনি অন্য কারো মাধ্যমে হাদীসটি শুনেছেন, যার নাম তিনি উল্লেখ করেন নি। এজন্য বায়হাক্বী বলেন, হাদীসটি মাকহুল ও আবু সালাবা -এর মাঝখানে বিচ্ছিন্ন এবং মুরসাল বা বিচ্ছিন্নরূপে হাদীসটি শক্তিশালী।[৩৭]

৫. ৬. হাদীস নং ৬: আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَغْفِرُ اللهُ لِعِبَادِهِ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

"যখন মধ্য শা'বানের রাত আসে তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা মুশরিক-অংশীবাদী অথবা বিদ্বেষী ব্যতীত সকল বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন।"

এ হাদীসটি ইমাম বায্যার ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হিশাম বিন আব্দুর রহমানের সনদে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হিশাম অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি হওয়ার কারণে এ সনদটি দুর্বল। আল্লামা হায়সামী বলেন, এ সনদে হিশাম বিন আব্দুর রহমান সম্বন্ধে কোন কিছু জানা যায়না, তবে সনদের অন্যান্য রাবী নির্ভরযোগ্য।[৩৮]

৫. ৭. হাদীস নং ৭: আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) বর্ণিত হাদীস

আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ اللهُ لِعِبَادِهِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنِ مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ لأَخِيْهِ

"যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা দুনিয়ার আসমানে অবরতণ করেন। অতঃপর তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে শিরকে জড়িত অথবা নিজের ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন।"

এ হাদীসটি ইমাম বয্যার ও অন্যান্য মুহাদ্দিস আব্দুল মালিক ইবনু আব্দুল মালেকের সনদে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩৯] আল্লামা হায়সামী বলেন, এ সনদের আব্দুল মালেক ইবনু আব্দুল মালেককে ইবনু আবি হাতিম (রা) তার 'আল-জারহু ওয়াত তা'দীল' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তবে তার কোনো দুর্বলতা উল্লেখ করেন নি। এছাড়া সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।[৪০] কিন্তু ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম বুখারী (রা) উক্ত আব্দুল মালেক ইবনু আব্দুল মালেক এবং তার এ সনদকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৪১]

৫. ৮. হাদীস নং ৮: আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ.

"মহিমান্বিত পরাক্রান্ত আল্লাহ মধ্য শা'বানের রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। অতপর 'কালব' সম্প্রদায়ের মেষপালের পশমের চেয়েও অধিক সংখ্যক লোককে ক্ষমা করে দেন।"

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। ১৬ নং হাদীসের আলোচনায় আমরা এর সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব।

৫. ৯. হাদীস নং ৯: তাবেয়ী কাসীর বিন মুররা বর্ণিত হাদীস

তাবিয়ী কাসীর ইবনু মুররা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ رَبَّكُمْ يَطَّلِعُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى خَلْقِهِ فَيَغْفِرُ لَهُمْ كُلِّهِمْ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مُشْرِكاً أَوْ مُصَارِماً

"তোমাদের প্রতিপালক মধ্য শাবানের রাতে তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃকপাত করেন এবং শিরকে লিপ্ত অথবা সম্পর্কছিন্নকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করেন।"

এ হাদীসটি হারিস ইবনু উসামা (২৮২ হি) তাঁর মুসনাদে খালেদ ইবনু মা'দান থেকে, তিনি কাসীর ইবনু মুররা থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেন।[৪২] ইমাম বায়হাক্বীও হাদীসটি তাঁর সনদে মাকহুল থেকে, তিনি কাসীর ইবনু মুররা থেকে বর্ণনা করেন। হাদীসটি উদ্ধৃত করে বাইহাকী বলেন, এটি শক্তিশালী মুরসাল।[৪৩]

উপরের ৯টি হাদীস একই অর্থ নির্দেশ করে। তা হলো, এ রাতের মর্যাদা। হাদীসগুলির আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, এ রাত্রের মর্যাদা ও এ রাত্রে মহান আল্লাহ কর্তৃক বান্দাদের ক্ষমা করার বিষয়টি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। শায়খ মুহাম্মদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (১৩৫৩ হি) উল্লিখিত হাদীসগুলির মধ্য থেকে কতিপয় হাদীস উল্লেখ পূর্বক বলেন, এ হাদীসসমূহ সার্বিক ভাবে ঐ সকল লোকের বিরুদ্ধে একটি শক্ত দলীল যারা মনে করেন যে, মধ্য শাবানের রাতের মর্যাদা সম্পর্কে কোন হাদীস প্রমাণিত হয়নি।[৪৪]

তাঁর সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে শাইখ মুহাম্মাদ নাসির উদ্দীন আলবানী বলেন, "হাদীসটি সহীহ বা বিশুদ্ধ। হাদীসটি অনেক (৮ জন) সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, যা একটি অন্যটিকে শক্তিশালী হতে সহায়তা করে।..."[৪৫]

সিরিয়ার প্রখ্যাত আলেম আল্লামা জামাল উদ্দীন কাসিমী (১৩৩২ হি/১৯১৪ খৃ) ও অন্যান্য কতিপয় আলিম বলেন যে, মধ্য শাবানের ফযীলত সম্বন্ধে কোন বিশুদ্ধ হাদীস নেই। এর প্রতিবাদ করে আলবানী বলেন, বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়ায় এবং কঠিন দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকায় হাদীসটি নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই শায়খ কাসিমীর উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। এছাড়া অন্য যে আলিমই এ ধরনের ঢালাও মন্তব্য করেছেন তাদের সকলের কথাই অগ্রহণযোগ্য। ব্যস্ততা বা গভীর অনুসন্ধানের অভাবের কারণেই তাঁরা এরূপ মন্তব্য করেছেন।[৪৬]

৬. মধ্য-শাবানের রাত্রিতে ভাগ্যলিখন বিষয়ক হাদীসসমূহ

মধ্য-শাবানের রাত্রি বা লাইলাতুল বারাআতের ফযীলতে বর্ণিত দ্বিতীয় প্রকার হাদীসগুলিতে এ রাত্রিতে হায়াত-মওত ও রিযক নির্দ্ধারণের কথা উলেখ রয়েছে। এই অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলির মধ্যে রয়েছে:

৬. ১. হাদীস নং ১০: জন্ম-মৃত্যু লিখা, কর্ম উঠানো ও রিয্ক প্রদান

আয়েশার (রা) সূত্রে কথিত যে, মধ্য শা'বানের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন, তুমি কি জান আজকের রাত্রিটি কোন্ রাত্রি? তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এ রাত্রে কি আছে? তখন তিনি বলেন,

فِيْهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ مِنْ بَنِيْ آدَمَ فِيْ هَذِهِ السَّنَةِ، وَفِيْهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِيْ آدَمَ فِيْ هَذِهِ السَّنَةِ، وَفِيْهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، وَفِيْهَا تَنْزَلُ أَرْزَاقُهُمْ ...".

"এ রাতে চলতি বছরে জন্ম-গ্রহণকারী আদম সন্তানদের নাম এবং চলতি বছরে মৃত্যুবরণকারী আদম সন্তানদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। এ রাতে আদম সন্তানদের আমল উঠিয়ে নেয়া হয় এবং তাদের রিযক অবতীর্ণ হয়...।

হাদীসটি খতীব তাবরিযী (৭৫০ হি) "মিশকাতুল মাসাবীহ" গ্রন্থে উদ্ধৃত করে বলেন, বায়হাক্বী তাঁর 'আদ-দাওয়াতুল কাবীর' নামক গ্রন্থে হাদীসটি সংকলন করেছেন।[৪৭] ইমাম বাইহাকী নিজেই বলেছেন যে, হাদীসটির সনদে অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারী রয়েছে।[৪৮] উপরন্তু হাদীসটির মূল বর্ণনাকারী "আন-নাদ্‌র ইবনু কাসীর"। এ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয় নি। তিনিই দাবি করেছেন যে, তিনি হাদীসটি নাদর ইবনু কাসীর ইয়াহইয়া ইবনু সা'দ থেকে, তিনি উরওয়া ইবনু যুবাইর থেকে তিনি আয়েশা (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৪৯]

ইবনু হাজার বলেন: আন-নাদ্‌র ইবনু কাসীর তাবি-তাবিয়ী যুগের একজন রাবী। মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমদ বলেন, এ ব্যক্তি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন: সে অত্যন্ত দুর্বল বা মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছে। তিনি আরো বলেন: তার বিষয়ে আপত্তি রয়েছে। একেবারে দুর্বল বা মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীদের বিষয়েই ইমাম বুখারী বলেন যে, "তার বিষয়ে আপত্তি আছে"। ইমাম নাসাঈ বলেন: লোকটি চলনসই। ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন: এ ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন। উকাইলী, দোলাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসও তাকে দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।[৫০]

এভাবে আমরা দেখছি যে, হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

৬. ২. হাদীস নং ১১: চার রাত্রিতে ভাগ্য লিখন

আয়েশার (রা) সূত্রে কথিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

يَنْسِخُ اللهُ فِيْ أَرْبَعِ لَيَالٍ الآجَالَ وَالأَرْزَاقَ: فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَالأَضْحَى وَالْفِطْرِ وَلَيْلَةِ عَرَفَةَ

"মহান আল্লাহ্ চার রাতে হায়াত, মওত ও রিযক লিপিবদ্ধ করেন। মধ্য শাবান, ঈদুল আযহা, ঈদুল ফিতর ও আরাফার রাতে।"

এ হাদীসটি ইবনু হাজার আসক্বালানী (৮৫৫ হি) তাঁর যয়ীফ ও মিথ্যাবাদী রাবীদের জীবনীগ্রন্থ 'লিসানুল মীযান'-এ উল্লেখ করেছেন। তিনি আহমদ ইবনু কা'ব আল ওয়াছেতী নামক ৪র্থ হিজরী শতাব্দীর একজন দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য রাবীর জীবনীতে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আহমদ ইবনু কা'ব বর্ণিত বাতিল ও মুনকার হাদীসগুলির মধ্যে এ হাদীসটি অন্যতম। ইবনু হাজার আরো বলেন: ইমাম দারাকুতনী (৩৮৫ হি) তাঁর 'গারাইব মালিক' নামক গ্রন্থে এ হাদীসটি আহমদ বিন কা'ব হতে, ইমাম মালিকের সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন, এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এর সনদের মধ্যে ইমাম মালেকের পরে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা সকলেই দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।"[৫১]

৬. ৩. হাদীস নং ১২: রিয্ক অবতরণ ও হাজীদের তালিকা প্রণয়ন

আয়েশার (রা) সূত্রে কথিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيْ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَعْتِقُ مِنَ النَّارِ عَدَدَ مِعْزَى كَلْبٍ أَوْ قَالَ شَعْرِ مِعْزَى كَلْبٍ وِيَنْزِلُ أَرْزَاقَ السَّنَةِ وَيَكْتُبُ لِلْحَاجِّ وَلاَ يَتْرُكُ أَحَداً إِلاَّ غَفَرَ لَهُ إِلاَّ قَاطِعَ رَحِمٍ أَوْ مُشْرِكاً أَوْ مُشَاحِناً

"মহান আল্লাহ্ মধ্য-শাবানের রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। অতপর কালব সম্প্রদায়ের মেষপালের সমান সংখ্যক অথবা মেষপালের পশমের সমান সংখ্যক লোককে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করেন এবং বছরের রিযিক নির্ধারণ করেন ও হাজীদের তালিকা লিপিবদ্ধ করেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী অথবা শিরকে জাড়িত অথবা বিদ্বেষী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন।"

এ হাদীসটি আহমদ বিন ইবরাহীম আবু বকর আল ইসমাঈলী (মৃত্যু-৩৭১ হি.) তাঁর 'মু'জামুশ শুয়ূখ' বা শিক্ষকদের জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর শায়খ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনু হুসায়ন ইবনু হাফস আল-আশনানী আলকুফীর জীবনিতে বলেন, আমাদেরকে আবু জাফর আশনানী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্বাদ ইবনু আহমদ ইবনু আব্দুর রহমান আল-আরজামী থেকে, তিনি তাঁর চাচা (মুহাম্মদ ইবনু আব্দুর রহমান আল আরজামী) থেকে তিনি তাঁর বাবা (আব্দুর রহমান আল আরজামী) থেকে, তিনি মুতাররেফ থেকে, তিনি শা'বী থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে, তিনি আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।[৫২]

এ হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল এবং বানোয়াট পর্যায়ের। একদল অত্যন্ত যয়ীফ ও পরিত্যক্ত রাবীর নামে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আব্বাদ বিন আব্দুর রহমান, তাঁর চাচা মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান ও তাঁর পিতা আব্দুর রহমান আল- আরজামী সকলেই অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবী। ইমাম দারাকুতনী তাদের সম্পর্কে বলেন, মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ আল-আরজামী: তিনি, তাঁর পিতা ও তাঁর দাদা সকলেই দুর্বল ও পরিত্যক্ত, অর্থাৎ মিথ্যা হাদীস বর্ণনার অভিযোগ অভিযুক্ত । ইমাম বুখারী বলেন, তাকে (মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান) ইবনুল মুবারক ও ইয়াহয়িয়া বিন মাঈন পরিত্যাগ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, আরজামী পরিত্যাহ্য, আমরা তাঁকে গ্রহণ করি না। ইয়াহয়িয়া বিন মাঈন বলেন, মুহাম্মদ বিন উবায়দুলাহ আল আরজামী দুর্বল। তার হাদীস লিপিবদ্ধ করা ঠিক নয়। ইমাম দারাকুতনী বলেন, আববাদ বিন আহমদ আল আরজামী- যার কাছ থেকে আলী বিন আব্বাস রেওয়ায়েত করেছেন- পরিত্যাহ্য বা মিথ্যা হাদীস বলার অভিযোগে

Contents

অভিযুক্ত।[৫৩]

৬. ৪. হাদীস নং ১৩: মালাকুল মাউতকে মৃতদের নাম জানানো

তাবিয়ী রাশিদ ইবনু সা'দ থেকে বর্ণিত, রাসুলুলাহ (ﷺ) বলেছেন,

فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يُوْحِي اللهُ إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ بِقَبْضِ كُلِّ نَفْسٍ فِيْ تِلْكَ السَّنَةِ

"মধ্য শাবানের রাতে আল্লাহ মৃত্যুর ফিরিশতাকে উক্ত বছরে যাদের মৃত্যু নির্ধারিত তাদের সম্পর্কে অবহিত করেন।"

হাদিসটি ইমাম সুয়ুতী (৯১১ হি) ইমাম দীনাওরীর 'আল-মুজালাসা' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর 'আল-জামি' আস-সাগীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, হাদীসটি দীনাওরী রাশিদ ইবনু সা'দ থেকে মুরসালরূপে সংকলন করেছেন। সুয়ূতী হাদীসটি যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৪] মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানীও হাদীসটিকে যয়ীফ বা দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৫]

মধ্য শাবানের রাতে ভাগ্য লিখন বিষয়ে এই চারটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, হাদীসগুলি সবই অত্যন্ত যয়ীফ। এখানে উল্লেখ্য যে, মধ্য শাবানের রাত বা শা'বান মাসের অন্য কোনো দিন বা রাত নির্ধারিতভাবে উল্লেখ না করে সাধারণভাবে শাবান মাসে হায়াত, মওত ও রিযক নির্ধারনের ব্যাপারে আরো কতিপয় হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৫৬]

৭. মধ্য-শাবানের রাত্রিতে দোয়া-ইসতিগফার বিষয়ক হাদীস

পূর্বোক্ত দু'প্রকারের হাদীসে মধ্য শাবানের রজনীর ফযীলত বা মর্যাদা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় বলা হয়েছে। কিন্তু সেগুলিতে এ রাতে বিশেষ কোনো নেক আমলের নির্দেশ বা উৎসাহ প্রদান করা হয়নি। মধ্য শাবানের রজনীর ফযীলত বিষয়ে বর্ণিত তৃতীয় প্রকারের হাদীসগুলিতে এ রাত্রিতে সাধারণভাবে দোয়া করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ রাতে দোয়া করা, আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আকুতি জানানো এবং জীবিত ও মৃতদের পাপরাশি ক্ষমালাভের জন্য প্রার্থনার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

৭. ১. হাদীস নং ১৪: এ রাত্রির দোয়া-ইসতিগফার কবুল হয়

উসমান ইবনু আবিল আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ : هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ فَلاَ يَسْأَلُ أَحَدُ شَيْئاً إِلاَّ أُعْطِي؛ إِلاَّ زَانِيَةٌ بِفَرْجِهَا أَوْ مُشْرِكٌ

"যখন মধ্য-শাবানের রাত আগমন করে তখন একজন আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। কোন যাচনাকারী আছে কি? আমি তাকে দান করব। ব্যাভিচারিনী ও শিরকে জড়িত ব্যতীত যত লোক যা কিছু চাইবে সকলকেই তাদের প্রার্থনা পূরণ করে দেয়া হবে।"

এ হাদীসটি ইমাম বায়হাক্বী তাঁর শায়খ আবুল হুসাইন বিন বিশরান থেকে, তিনি আবু জাফর বায্যায থেকে, তিনি মুহাম্মদ বিন আহমদ রিয়াহী থেকে, তিনি জামে বিন সাবীহ রামলী থেকে, তিনি মারহুম বিন আব্দুল আজিজ থেকে, তিনি দাউদ বিন আব্দুর রহমান থেকে, তিনি হিশাম বিন হাস্সান থেকে, তিনি হাসান বসরী থেকে, তিনি সাহাবী উসমান বিন আবিল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন।[৫৭]

এ হাদীসে মধ্য-শাবানের রাতে আল্লাহর কাছে পাপমার্জনা ও দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করার সুস্পষ্ট উৎসাহ দেয়া হয়েছে। শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটি দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৮] তবে হাদীসটির সনদ অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল হলেও তা বানোয়াট, বাতিল বা অত্যন্ত দুর্বল পর্যায়ের নয়।

এ হাদীসের দুর্বলতার তিনটি দিক রয়েছে। **প্রথমত,** সাহাবী ও তাবিয়ীর মধ্যে সনদের বিচ্ছিন্নতা। সাহাবী উসমান ইবনু আবীল আস ৫১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। হাসান বসরী ২১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি উসমান ইবনু আবীল আস থেকে সরাসরি হাদীস শিক্ষা করেছেন কি না সে বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মতভেদ রয়েছে। সাধারণভাবে মুহাদ্দিসগণ মনে করেন যে, হাসান বসরী উসমান ইবনু আবিল আস থেকে সরাসরি কোনো হাদীস শ্রবন করেননি। এজন্য হাদীসটির সনদ মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন বলে গণ্য।[৫৯] তবে আমরা দেখি যে, ইমাম তিরমিযী উসমান বিন আবিল আস থেকে হাসানের বর্ণনাকে সহীহ বা বিশুদ্ধ বলে গণ্য করেছেন।[৬০]

দ্বিতীয়ত, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সন্দেহ। হাসান বসরী থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হিশাম বিন হাস্সান আল আযদী আবু আব্দুলাহ্ আল-বাসরী (১৪৭ হি)। তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য রাবী। বুখারী ও মুসলিম-সহ সকল মুহাদ্দিস তার বর্ণনা বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কোনো কোনো মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, হাসান বসরী থেকে তিনি যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলি তিনি সরাসরি হাসান বসরী থেকে শুনেন নি। বরং তা শাহ্র ইবনু হাওশাবের পাণ্ডুলিপি থেকে সংগ্রহ করে হাসান বসরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর শাহর ইবনু হাওশাব দুর্বল। সে হিসেবে হাসান বসরী থেকে হিশামের রেওয়ায়েত বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল। অপর দিকে ইয়াহয়িয়া ইবনু সাঈদ আল-ক্বাত্তান (১৯৫ হি), আব্দুর রহমান বিন মাহদী (১৯৫ হি) ও অন্যান্য অনেক হাদীস বিশারদ হাসান বসরী থেকে হিশামের বর্ণনাকে বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করেছেন।[৬১] এছাড়া ইমাম তিরমিযী, হাকিম নিশাপুরী, যাহাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাসান বসরী থেকে হিশামের বর্ণনাকে বিশুদ্ধ হিসেবে

গণ্য করেছেন।[৬২]

তৃতীয়ত, বর্ণনাকারীরর দুর্বলতা। এই হাদীসের সনদে উল্লিখিত সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য ও সুপরিচিত মুহাদ্দিস। একমাত্র ব্যতিক্রম জামে ইবনু সাবীহ। তাঁর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অস্পষ্টতা আছে। জামি ইবনু সাবীহকে ইবনু আবি হাতিম 'আল-জারহু ওয়াত তা'দীল' গ্রন্থে উলেখ করেছেন, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেননি।[৬৩] ইবনু হিব্বান তাকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৪] অপরদিকে ইবনু হাজার আসকালানী উল্লেখ করেছেন যে, আব্দুল গণী ইবনু সাঈদ আল আযদী তাঁর রচিত 'মুশতাবাহ' গ্রন্থে 'জামি'-কে দুর্বল হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[৬৫] জামি' ব্যতীত সনদের সকল রাবী সর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য।[৬৬]

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী, হাকিম, যাহাবী, ইবনু হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিসের নিরীক্ষা মানদণ্ডে অন্তত হাসান পর্যায়ের বলে গণ্য হওয়া উচিত।

৭. ২. হাদীস নং ১৫: পাঁচ রাতের দোয়া বিফল হয় না

আবূ উমামা (রা)-এর সূত্রে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে কথিত আছে যে:

خَمْسُ لَيَالٍ لاَ تُرَدُّ فِيْهِنَّ الدَّعْوَةُ: أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةُ الْجُمْعَةِ، وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ

"পাঁচ রাতের দোয়া বিফল হয়না। রজব মাসের প্রথম রাত, মধ্য শাবানের রাত, জুমআর রাত, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত।"

হাদীসটি ইবনু আসাকির (৫৭১ হি) তার 'তারীখ দিমাশক' গ্রন্থে আবু সাঈদ বুনদার বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ রূইয়ানির সূত্রে, তিনি ইবরাহীম বিন আবি ইয়াহয়িয়া থেকে, তিনি আবু কা'নাব থেকে, তিনি আবু উমামা বাহেলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। ইমাম সুয়ূতী তাঁর "আল জামে আল সাগীর" গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীসটি যয়ীফ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[৬৭] শাইখ আলবানী হাদীসটিকে বানোয়াট হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৬৮] কারণ এ হাদীসের মূল ভিত্তি হলো ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী ইয়াহয়িয়া (১৮৪ হি) নামক একজন মুহাদ্দিস। ইমাম মালিক, আহমদ, বুখারী, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, নাসাঈ, দারাকুতনী, যাহাবী, ইবনু হিব্বান ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে রাফেযী, শিয়া, মুতাযেলী ও ক্বাদরিয়া আক্বীদায় বিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত করেছেন এবং মিথ্যাবাদী ও অপবিত্র বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম শাফিয়ী প্রথম বয়সে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন বিধায় কোনো কোনো শাফিয়ী মুহাদ্দিস তাঁর দুর্বলতা কিছুটা হাল্কা করার চেষ্টা করেন। তবে শাফিয়ী মাযহাবের অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ এবং অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস এক কথায় তাকে মিথ্যাবাদী ও পরিত্যক্ত বলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

ইমাম শাফিয়ী নিজেও তার এ শিক্ষকের দুর্বলতা ও অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি পরবর্তী জীবনে তার সূত্রে কোনো হাদীস বললে তার নাম উল্লেখ না করে বলতেন, আমাকে বলা হয়েছে, বা শুনেছি বা অনুরূপ কোনো বাক্য ব্যবহার করতেন।[৬৯] এ হাদীসটির ক্ষেত্রেও ইমাম শাফিয়ী বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, আগের যুগে বলা হতো, পাঁচ রাতে দোয়া করা মুস্তাহাব .... । ইমাম শাফিয়ী বলেন, এ সকল রাতে যে সব আমলের কথা বলা হয়েছে সেগুলোকে আমি মুসতাহাব মনে করি।[৭০]

প্রকাশ থাকে যে, যে হাদীস এ ধরণের মিথ্যাবাদী একক ভাবে বর্ণনা করেন, অন্য কোনো বিশ্বস্ত রাবী তা বর্ণনা করেন না, সে হাদীসটি বানোয়াট হিসেবেই বিবেচিত হবে। এছাড়া সনদের অন্য রাবী আবু সাঈদ বুনদার বিন উমরও মিথ্যাবাদী ও হাদীস জালকারী বলে পরিচিত।[৭১]

এখানে উল্লেখ্য যে, আব্দুর রাজ্জাক সান'আনী এ হাদীসটি অন্য একটি সনদে ইবনু উমারের (রা) নিজস্ব বক্তব্য হিসাবে উদ্ধৃত করেছেন।[৭২] তিনি বলেন, আমাকে একব্যক্তি বলেছেন, তিনি বাইয়ালমানীকে বলতে শুনেছেন, তার পিতা বলেছেন, ইবনু উমার বলেছেন, পাঁচ রাতের দোয়া বিফল হয় না। ...."

এ সনদে আব্দুর রায্যাককে যিনি হাদীসটি বলেছেন, তিনি অজ্ঞাত পরিচয়। যার নাম, পরিচয় ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে কিছুই জানার কোনো পথ নেই। আব্দুর রায্যাক তার নাম বলেন নি। এরূপ অজ্ঞাত পরিচয় রাবীর বর্ণিত হাদীস একেবারেই দুর্বল বলে গণ্য। সনদের পরবর্তী রাবী মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিন বায়লামানী মিথ্যা হাদীস জালিয়াতি করার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম বুখারী তাঁর হাদীস পরিত্যক্ত বা বানোয়াট বলে উল্লেখ করেছেন।[৭৩] ইয়াহয়িয়া ইবনু মাঈন, ইবনু হিব্বান ও ইবনু আদী তাকে মিথ্যা হাদীস বানোয়াটকারী বলে উল্লেখ করেছেন।[৭৪] উক্ত মুহাম্মদের পিতা, সনদের পরবর্তী রাবী, আব্দুর রহমান বিন বায়লামানীও দুর্বল, যদিও তিনি তার পুত্রের চেয়ে উত্তম।[৭৫]

৭. ৩. হাদীস নং ১৬: গোরস্থান যিয়ারত ও মৃতদের জন্য দোয়া

আয়েশা (রা) বলেন,

فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ [رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلى السَّمَاءِ] فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ.

এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহকে (ﷺ) খুঁজে পেলাম না। তখন বের হয়ে দেখি তিনি বাক্বী'তে (আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে) রয়েছেন। তিনি বললেন, তুমি কি আশংকা করছিলে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (ﷺ) তোমার উপর অবিচার করবেন! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি ধারণা করেছিলাম যে, আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীর নিকট গমন করেছেন। তখন তিনি বলেন, মহিমান্বিত পরাক্রান্ত আল্লাহ মধ্য শাবনের রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং 'কালব' গোত্রের মেষপালের পশমের অধিক সংখ্যককে ক্ষমা করেন।

এ হাদীসটি তিরমিযী, ইবনু মাজাহ এবং আহমদ বিন হাম্বল একই সনদে আহমদ ইবনু মানী থেকে, তিনি ইয়াযিদ ইবনু হারূন থেকে, তিনি হাজ্জাজ ইবনু আরত্বা থেকে, তিনি ইয়াহয়িয়া ইবনু আবি কাসীর থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে, তিনি আয়শা (রা) থেকে বর্ণনা করেন।[৭৬]

এ হাদীসে কোনো আমলের নির্দেশ বা উৎসাহ দেওয়া না হলেও এতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক মৃত মুসলিমদের মাগফেরাতের জন্য তাঁদের কবর যিয়ারত করার কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে হাদীসেটির সনদ বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করে এর দুর্বলতা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টিকে আরো নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন,

حَدِيثُ عَائِشَةَ لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ وسَمِعْت مُحَمَّدًا يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ وقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

"আয়েশার (রা) হাদীস হাজ্জাজের এ সনদ ব্যতীত অন্য কোনভাবে আমরা অবগত নই। আমি মুহাম্মাদকে (ইমাম বুখারীকে) এ হাদীসের দুর্বলতা বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, ইয়াহয়িয়া বিন আবি কাসীর উরওয়াহ থেকে শ্রবণ করেননি এবং হাজ্জাজ ইয়াহয়িয়া বিন আবি কাসীর থেকে শ্রবণ করেনি।[৭৭]

এ হাদীসের সমার্থক একটি হাদীস অন্য সনদে আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সে সনদে মিথ্যবাদী বর্ণনাকারী বিদ্যমান। হাদীসটি ইবনুল জাওযী ভিত্তিহীন বর্ণনা সমূহের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইবনুল জাওযী তাঁর সনদে আতা ইবনু আজলান থেকে, তিনি ইবনু আবি মুলায়কা থেকে, তিনি আয়শা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৭৮] এ সনদের রাবী আতা ইবনু আজলানকে মুহাদ্দিসগণ হাদীস জালিয়াতি ও মিথ্যা বলায় অভিযুক্ত করেছেন। ইয়াহয়িয়া বিন মাঈন, বুখারী, আবু হাতিম রাযী ও ইবনু হিব্বান সকলেই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[৭৯]

এখানে উল্লেখ্য যে, এ রাত্রির ফযীলত বিষয়ক অধিকাংশ বানোয়াট বা অত্যন্ত দুর্বল হাদীসে এ হাদীসের মূল ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জালিয়াতগণ মূলত এ পরিচিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রঙ চড়িয়ে গল্প বা ফযীলতের কাহিনী বানিয়েছেন, যা আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, শবে বরাতের রাত্রিতে জীবিত ও মৃততের জন্য দোয়া-ইসতিগফারের বিষয়ে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম হাদীসটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। তৃতীয় হাদীসটি দুর্বল এবং দ্বিতীয় হাদীসটি বানোয়াট বা মিথ্যা বলে গণ্য।

৮. অনির্ধারিতভাবে সালাত ও দোয়ার উৎসাহজ্ঞাপক হাদীস

মধ্য শাবানের রাত্রি সম্পর্কে বর্ণিত কিছু হাদীসে এ রাত্রিতে সালাত আদায় ও দোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে এ রাত্রির সালাতের জন্য কোনো নির্ধারিত রাক'আত, সূরা বা পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়নি। সাধারণভাবে এ রাত্রিতে তাহাজ্জুদ আদায় ও দোয়া করার বিষয়টি এ সকল হাদীস থেকে জানা যায়।

৮. ১. হাদীস নং ১৭: মধ্য শা'বানের রাত্রিতে ইবাদত ও দিবসে সিয়াম

আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلا كَذَا أَلا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

"যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন তোমরা রাতে (সালাতে-দোয়ায়) দণ্ডায়মান থাক এবং দিবসে সিয়াম পালন কর। কারণ; ঐ দিন সুর্যাস্তের পর মহান আল্লাহ পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। কোন রিয্ক অনুসন্ধানকারী আছে কি? আমি তাকে রিয্ক প্রদান করব। কোন দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি আছে কি? আমি তাকে মুক্ত করব। এভাবে সুবহে সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে।"

এ হদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ তাঁর উস্তাদ হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল থেকে, তিনি আব্দুর রাজ্জাক থেকে, তিনি ইবনু আবি সাব্‌রাহ থেকে, তিনি ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ থেকে, তিনি মুয়াবিয়া বিন বিন আব্দুল্লাহ বিন জাফর থেকে, তিনি তাঁর পিতা আব্দুলাহ বিন জাফর থেকে, তিনি আলী ইবনু আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৮০]

এ হাদীসে মধ্য শা'বানের রাত সালাত-ইবাদতে কাটানোর উৎসাহ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি দিনের বেলা সিয়াম পালনের উৎসাহ

প্রদান করা হয়েছে এ হাদীসে। কিন্তু হাদীসের ইমামগণের মত অনুযায়ী এ হাদীসটি বানোয়াট বা অত্যন্ত দুর্বল। কারণ এ হাদীসটি একমাত্র ইবনু আবি সাব্‌রাহ বর্ণনা করেছেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেননি। এ হাদীস আলী ইবনু আবি তালিব থেকে তাঁর কোন ছাত্র বর্ণনা করেননি। আব্দুলাহ বিন জাফর থেকেও তাঁর কোন ছাত্র হাদীসটি বর্ণনা করেননি। এমনকি মুয়াবিয়া ও ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ থেকেও তাঁদের কোনো ছাত্র হাদীসটি বর্ণনা করেননি। শুধুমাত্র ইবনু আবি সাব্‌রাহ দাবী করেছেন যে, তিনি ইবরাহীম থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে আব্দুর রাজ্জাক ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবি সাব্‌রাহ (১৬২ হি) -এর পূর্ণনাম আবু বকর বিন আব্দুলাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবি সাব্‌রাহ। তিনি মদীনার একজন বড় আলিম ও ফক্বীহ ছিলেন। কিন্তু তুলনামূলক নিরীক্ষা ও বিচারের মাধ্যমে হাদীসের ইমামগণ নিশ্চিত হয়েছেন যে, তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নিতেন। ইমাম আহমদ, ইয়াহয়িয়া বিন মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী, বুখারী, ইবনু আদী, ইবনু হিব্বান ও হাকিম নিশাপুরী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁকে মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন।[৮১] এরই আলোকে আল্লামা শিহাব উদ্দীন আহমদ বিন আবি বকর আল-বুসীরী (৮৪০ হি) এ হাদীসের টীকায় বলেছেন, ইবনু আবি সাব্‌রাহর দুর্বলতার কারণে এ সনদটি দুর্বল। ইমাম আহমদ ও ইবনু মাঈন তাঁকে হাদীস বানোয়াটকারী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।[৮২] নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাঃ) বলেছেন, হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল বা বানোয়াট। তিনি আরো বলেন, সনদটি বানোয়াট।[৮৩]

৮. ২. হাদীস নং ১৮: রাত্রি-কালীন সালাত আদায় ও সাজদায় দোয়া

ইমাম বায়হাক্বী বলেন, আমাকে আমার উস্তাদ আবূ আব্দুল্লাহ হাফিয ও মুহাম্মাদ ইবনু মূসা বলেছেন, তাদেরকে আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকূব বলেছেন, তাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা ইবনু হাইয়ান বলেছেন, তাদেরকে সাল্লাম বিন সুলায়মান থেকে, তিনি সালাম আত-তাবীল থেকে, তিনি উহাইব আল-মক্কী থেকে, তিনি আবু রুহ্‌ম থেকে বর্ণনা করেন। আবূ রুহ্‌ম বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা) আয়েশার (রা) কাছে গেলেন। তখন কথা প্রসঙ্গে আয়েশা (রা) তাঁকে বলেন,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَوَضَعَ عَنْهُ ثَوْبَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَسْتَتِمَّ أَنْ قَامَ فَلَبِسَهُمَا فَأَخَذَتْنِي غَيْرَةٌ شَدِيْدَةٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَأْتِيْ بَعْضَ صُوَيْحِبَاتِيْ فَخَرَجْتُ أَتْبَعُهُ فَأَدْرَكْتُهُ بِالْبَقِيْعِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالشُّهَدَاءِ فَقُلْتُ بِأَبِيْ وَأُمِّيْ أَنْتَ فِيْ حَاجَةِ رَبِّكَ وَأَنَا فِيْ حَاجَةِ الدُّنْيَا فَانْصَرَفْتُ فَدَخَلْتُ حُجْرَتِيْ وَلِيْ نَفَسٌ عَالٍ وَلَحِقَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا هَذَا النَّفَسُ يَا عَائِشَةُ فَقَالَتْ بِأَبِيْ وَأُمِّيْ أَتَيْتَنِيْ فَوَضَعْتَ عَنْكَ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ لَمْ تَسْتَتِمَّ أَنْ قُمْتَ فَلَبِسْتَهُمَا فَأَخَذَتْنِيْ غَيْرَةٌ شَدِيْدَةٌ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَأْتِيْ بَعْضَ صُوَيْحِبَاتِيْ حَتَّى رَأَيْتُكَ بِالْبَقِيْعِ تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَكُنْتِ تَخَافِيْنَ أَنْ يَحِيْفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ بَلْ أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ هَذِهِ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَللهِ فِيْهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُوْرِ غَنَمِ كَلْبٍ لاَ يَنْظُرُ اللهُ فِيْهَا إِلَى مُشْرِكٍ وَلاَ إِلَى مُشَاحِنٍ وَلاَ إِلَى قَاطِعِ رَحِمٍ وَلاَ إِلَى مُسْبِلٍ وَلاَ إِلَى عَاقٍّ لِوَالِدَيْهِ وَلاَ إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ قَالَ ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ ثَوْبَيْهِ فَقَالَ لِيْ: يَا عَائِشَةُ تَأْذَنِيْنَ لِيْ فِي قِيَامِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ بِأَبِي وَأُمِّيْ. فَقَامَ فَسَجَدَ لَيْلاً طَوِيْلاً حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قُبِضَ فَقُمْتُ الْتَمَسْتُهُ وَوَضَعْتُ يَدِيْ عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ فَتَحَرَّكَ فَفَرِحْتُ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ أَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهُكَ لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرْتُهُنَّ لَهُ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ تَعَلَّمْتَهُنَّ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ تَعَلَّمِيْهِنَّ وَعَلِّمِيْهِنَّ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَّمَنِيْهِنَّ وَأَمَرَنِيْ أَنْ أُرَدِّدَهُنَّ فِيْ السُّجُوْدِ

"রাসুলুলাহ (ﷺ) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর পোশাকাদি খুলে রাখলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার তা পরিধান করলেন। এতে আমার মনে কঠিন ক্রোধের উদ্রেক হয়। কারণ আমার মনে হলো যে, তিনি আমার কোন সতীনের নিকট গমন করছেন। তখন আমি বেরিয়ে তাঁকে অনুসরণ করলাম এবং দেখতে পেলাম যে, তিনি বাক্বী' গোরস্থানে মুমিন নরনারী ও শহীদদের পাপমার্জনার জন্য দোয়া করছেন। আমি (মনেমনে) বললাম, আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কুরবানী হউন, আমি আমার জাগতিক প্রয়োজন নিয়ে ব্যস্ত আর আপনি আপনার রবের কাজে ব্যস্ত। অতঃপর আমি ফিরে গিয়ে আমার কক্ষে প্রবেশ করলাম, তখন আমি দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে হাঁপাচ্ছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার নিকট আগমন করে বললেন, আয়েশা, তুমি এভাবে হাঁপাচ্ছ কেন? আয়শা বললেন, আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কুরবানী হউন, আপনি আমার কাছে আসলেন এবং কাপড় খুলতে শুরু করে তা আবার পরিধান করলেন। ব্যাপারটি আমাকে খুব আহত করল। কারণ আমি ধারণা করেছিলাম যে, আপনি আমার কোন সতীনের সংস্পর্শে গিয়েছেন। পরে আপনাকে বাক্বী'তে দোয়া করতে দেখলাম।

তিনি বললেন, হে আয়শা, তুমি কি আশংকা করেছিলে যে, আল্লাহ ও তদীয় রাসুল (ﷺ) তোমার উপর অবিচার করবেন? বরং আমার কাছে জিবরাঈল (আ) আসলেন এবং বললেন, এ রাত্রটি মধ্য শাবানের রাত। আল্লাহ তা'য়ালা এ রাতে 'কালব' সম্প্রদায়ের মেষপালের পশমের চাইতে অধিক সংখ্যককে ক্ষমা করেন। তবে তিনি শিরকে লিপ্ত, বিদ্বেষী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, কাপড় ঝুলিয়ে (টাখনু আবৃত করে) পরিধানকারী, পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান ও মদ্যপায়ীদের প্রতি দৃষ্টি দেন না।

অতঃপর তিনি কাপড় খুললেন এবং আমাকে বললেন, হে আয়শা, আমাকে কি এ রাতে ইবাদত করার অনুমতি দিবে?। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোন! অবশ্যই। অতপর তিনি সালাত আদায় করতে লাগলেন এবং এমন দীর্ঘ সাজদা করলেন আমার মনে হলো যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। অতঃপর আমি (অন্ধকার ঘরে) তাঁকে খুঁজলাম এবং তাঁর পদদ্বয়ের তালুতে হাত রাখলাম। তখন তিনি নড়াচড়া করলেন। ফলে দুশ্চিন্তা-মুক্ত হলাম। আমি শুনলাম, তিনি সিজদারত অবস্থায় বলছেন: 'আমি আপনার কাছে শাস্তির পরিবর্তে ক্ষমা চাই,

অসন্তুষ্টির পরিবর্তে সন্তুষ্টি চাই। আপনার কাছে আপনার (আজাব ও গজব) থেকে আশ্রয় চাই। আপনি সুমহান। আপনার প্রশংসা করে আমি শেষ করতে পারি না। আপনি তেমনই যেমন আপনি আপনার প্রসংশা করেছেন।'

আয়েশা (রা) বলেন, সকালে আমি এ দোয়াটি তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, হে আয়শা, তুমি কি এগুলো শিখেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, হে আয়শা তুমি এগুলো ভাল করে শিখ এবং অন্যকে শিক্ষা দাও। জিবরাঈল (আ) আমাকে এগুলো শিক্ষা দিয়েছেন এবং সিজদার ভিতরে বারবার আওড়াতে বলেছেন।"[৮৪]

এ হাদীসে মধ্য শাবানের রাতে রাত জেগে নামায আদায় করা, নামাজের সিজদায় বিভিন্ন দোয়া করা এবং মৃতদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে সুস্পষ্ট উৎসাহ দেয়া হয়েছে। তবে হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল ও বাতিল। ইমাম বায়হাক্বী হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর বলেন, এ সনদটি দুর্বল।

সনদের দুর্বলতা বুঝার জন্য আমাদের বর্ণনাকারীদের পরিচয় জানতে হবে। সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনাকারী রাবী আবূ রুহুম সুবাঈ'- আহযাব বিন আসাদ- তাবেয়ী ও বিশ্বস্ত।[৮৫] তাঁর কাছ থেকে বর্ণনাকারী উহাইব আল-মক্কীও বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য।[৮৬] তাঁর কাছ থেকে বর্ণনাকারী সালাম আত-তাবীল (সালাম বিন সুলাইম বা সালাম বিন সুলায়মান তামিমী) অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবী। তিনি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হাদীস রচনায় অভিযুক্ত। তাঁর দুর্বলতা ও অগ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে সকল ইমাম একমত। ইয়াহয়িয়া বিন মাঈন, আহমদ ইবনু হাম্বাল, বুখারী, নাসায়ী ও ইবনু হিব্বান সকলেই তাঁর মিথ্যাচার ও দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন।[৮৭] তাঁর ছাত্র সালাম বিন সুলায়মানও দুর্বলতার দিক থেকে তার কাছাকাছি। আবু হাতিম, উকাইলী ও ইবনু আদী তাঁর হাদীসকে পরিত্যাহ্য ও অত্যন্ত দুর্বল হিসেবে ঘোষনা করেছেন।[৮৮] তার ছাত্র মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন হাইয়্যান আল মাদায়েনীও (২৭৪ হি) দুর্বল বলে গণ্য।[৮৯] পরবর্তী রাবীগণ গ্রহণযোগ্য।[৯০]

এ থেকে স্পষ্ট যে, হাদীসটি অত্যন্ত দূর্বল ও পরিত্যাহ্য। বরং হাদীসটি বানোয়াট বলে গণ্য। কারণ সালাম আত-তাবীল ছাড়া আর কেউই এই হাদীসটি বলেন নি। শুধু তিনিই হাদীসটি উহাইব থেকে শুনেছেন বলে দাবী করেছেন। উহাইব-এর আর কোনো ছাত্র হাদীসটি উহাইব বলেছেন বলে উল্লেখ করেন নি। সালাম আত-তাবীল হাদীস জালিয়াতি করার অভিযোগে অভিযুক্ত। আর যে হাদীস এরূপ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই বলেন না সে হাদীসটি জাল বলে গণ্য।

৮. ৩. হাদীস নং ১৯: রাত্রি-কালীন নামায আদায় ও দীর্ঘ সাজদা

ইমাম বায়হাক্বী বলেন, আমাদেরকে বলেছেন আবু নস্‌র ইবনু কাতাদাহ্‌, তিনি আবু মানসুর মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আযহারী থেকে, তিনি ইমরান ইবনু ইদরীস থেকে, তিনি আবু উবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি তাঁর চাচা ইবনু ওয়াহাব থেকে, তিনি মুয়াবিয়া ইবনু সালিহ থেকে, তিনি আলা ইবনুল হারিস থেকে। তিনি বলেন, আয়শা (রা) বলেছেন:

قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّيْ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُمْتُ حَتَّى حَرَّكْتُ إِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ فَرَجَعْتُ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَفَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ: يَا عَائِشَةُ أَوْ يَا حُمَيْرَاءُ، أَظَنَنْتِ أَنَّ النَّبِيَّ قَدْ خَاسَ بِكَ؟! قُلْتُ: لاَ وَاللهِ، يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلَكِنَّنِيْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ قُبِضْتَ لِطُوْلِ سُجُوْدِكَ. فَقَالَ: أَتَدْرِيْنَ أَيُّ لَيْلَةٍ هَذِهِ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطَّلِعُ عَلَى عِبَادِهِ فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِيْنَ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِيْنَ وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ

"রাসূলুল্লাহ্‌ (ﷺ) একদা রাতে সালাত আদায় করছিলেন। তিনি সাজদায় যেয়ে দীর্ঘ সময় সাজদায় থাকলেন। এমনকি আমার মনে হল যে, তাঁর ওফাত হয়ে গেছে। আমি যখন এমনটি দেখলাম তখন শয়ন থেকে উঠে তাঁর বৃদ্ধাংগুলি নাড়া দিলাম, ফলে তিনি নড়ে উঠলেন। তখন আমি (বিছানায়) ফিরে গেলাম। অতঃপর যখন তিনি সাজদা থেকে মস্তক উঠালেন এবং নামায শেষ করলেন তখন বললেন, হে আয়শা, তুমি কি মনে করেছিলে যে, নবী (ﷺ) তোমার সাথে প্রতারণা করেছেন? আমি বললাম, আলাহর শপথ, আমি এমনটি মনে করিনি। বরং আপনার দীর্ঘ সিজদার কারণে আমার মনে হয়েছে যে, আপনার ওফাত হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, তুমি কি জান এটি কোন্‌ রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই (ﷺ) সম্যক জ্ঞাত। তিনি বললেন, এটি মধ্য শাবানের রাত। আল্লাহ তা'য়ালা এ রাতে বান্দাদের প্রতি দৃকপাত করেন। যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদেরকে ক্ষমা করেন, যারা দয়া প্রার্থনা করে তাদেরকে দয়া করেন এবং যারা বিদ্বেষী তাদেরকে তাদের অবস্থাতেই রেখে দেন।[৯১]

এ হাদীসে মধ্য শাবানের রাতে সালাত আদায় এবং দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বছরের প্রত্যেক রাতেই এভাবে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন এবং দীর্ঘ সাজদায় আল্লাহর কাছে কাঁদাকাটা করে দোয়া করতেন। তা সত্ত্বেও হাদীসটি সহীহ বলে প্রমাণিত হলে এ রাত্রির বিশেষ সাজদা ও দোয়ার ফযীলত প্রমাণিত হয়।

কিন্তু হাদীসটি দুর্বল। তাবিয়ী 'আলা ইবনুল হারেস আয়েশা (রা) থেকে কোনো কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। বরং আয়েশার মৃত্যুর পরে তাঁর জন্ম। 'আলা ইবনুল হারেস মধ্যম পর্যায়ের গ্রহণযোগ্য রাবী। তার মুত্যু হয়েছে ১৩০ হি. সনে। তিনি ৭০ বছর বেঁচে ছিলেন। সে

হিসেবে তাঁর জন্ম সাল হবে ৬০ হি.।[৯২] অপরদিকে হযরত আয়শার মৃত্যু হয়েছে ৫৭ হিজরী সালে।[৯৩] এভাবে আমরা দেখছি যে, 'আলা অন্য কারো মাধ্যমে হাদীসটি শুনেছেন কিন্তু তার নামোল্লেখ করেন নি। এ অনুল্লিখিত ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা অজ্ঞাত থাকার কারণে হাদীসটি দুর্বল। এ ছাড়া সনদের অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ের, যাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য।[৯৪]

৮. ৪. হাদীস নং ২০: সাজদায় ও সাজদা থেকে উঠে বসে দোয়া

ইমাম বায়হাক্বী তাঁর সনদে সুলায়মান বিন আবি কারীমা থেকে, তিনি হিশাম বিন উরওয়াহ্ থেকে, তিনি তাঁর পিতা উরওয়াহ্ থেকে, তিনি আয়শা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لَيْلَتِيْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدِيْ فَلَمَّا كَانَ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَدْتُهُ فَأَخَذَنِيْ مَا يَأْخُذُ النِّسَاءَ مِنَ الْغَيْرَةِ فَتَلَفَّعْتُ بِمُرْطِيْ ... فَطَلَبْتُهُ فِيْ حُجَرِ نِسَائِهِ فَانْصَرَفْتُ إِلَى حُجْرَتِيْ فَإِذَا أَنَا بِهِ كَالثَّوْبِ السَّاقِطِ وَهُوَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ سَجَدَ لَكَ خَيَالِيْ وَسَوَادِيْ وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِيْ فَهَذِهِ يَدِيْ وَمَا جَنَيْتُ بِهَا عَلَى نَفْسِيْ يَا عَظِيْمُ يُرْجَى لِكُلِّ عَظِيْمٍ يَا عَظِيْمُ اغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ عَادَ سَاجِداً فَقَالَ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَقُوْلُ كَمَا قَالَ أَخِيْ دَاوُدُ أَعْفِرُ وَجْهِيْ فِيْ التُّرَابِ لِسَيِّدِيْ وَحُقَّ لِسَيِّدِيْ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِيْ قَلْباً نَقِيًّا مِنَ الشَّرِّ لاَ جَافِياً وَلاَ شَقِيًّا ثُمَّ انْصَرَفَ وَدَخَلَ مَعِيْ فِيْ الْخَمِيْلَةِ وَلِيْ نَفَسٌ عَالٍ فَقَالَ مَا هَذَا النَّفَسُ يَا حُمَيْرَاءُ فَأَخْبَرْتُهُ فَطَفِقَ يَمْسَحُ بِيَدِهِ عَلَى رُكْبَتِيْ وَهُوَ يَقُوْلُ وَيْسَ هَاتَيْنِ الرُّكْبَتَيْنِ مَا لَقِيَتَا! هَذِهِ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللهُ تَعَالَى فِيْهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلاَّ الْمُشْرِكَ أَوِ الْمُشَاحِنَ.

"মধ্য শা'বানের রাতে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আমার ঘরে ছিলেন; কারণ সে রাতটি আমার জন্য বরাদ্দ ছিল। রাতের মধ্যভাগে আমি তাকে বিছানায় পেলাম না। স্বভাবতই একজন নারীর যেমনটি হয়ে থাকে তেমনিভাবে আমি আহত ও ক্রুদ্ধ হলাম। অতঃপর আমি চাদর মুড়ি দিলাম... এবং বের হয়ে তাঁর স্ত্রীগণের কামরাসমূহে খোঁজ নিলাম। তাঁকে কোথাও না পেয়ে আমার নিজের কামরায় ফিরে গেলাম। গৃহে যেয়ে দেখি তিনি একটি পতিত কাপড়ের ন্যায় সাজদায় যেয়ে বলছেন, 'আপনার জন্য সাজদাবনত হয়েছে আমার মুখমণ্ডল এবং আমার দেহ। আপনার উপর বিশ্বাস এনেছে আমার অন্তর। আমার হাত এবং আমার হাতে আমি আমার আত্মার বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছি তা আপনার নিকট উপস্থিত। হে মহান, সকল মহান কর্মে আপনারই আশা করা হয়। হে মহান, আপনি মহা-পাপ ক্ষমা করে দিন। আমার মুখমণ্ডল সাজদা করেছে তাঁরই জন্য যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি প্রদান করেছেন।'

অতঃপর তিনি মস্তক উঠালেন। এরপর আবারো তিনি সাজদা করলেন এবং বললেন: 'আপনার ক্রোধ থেকে আমি আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করছি। আপনার শাস্তি থেকে আমি আপনার ক্ষমার আশ্রয় গ্রহণ করছি। আমি আপনার থেকে আপনারই আশ্রয় গ্রহণ করছি। আপনি আপনার যেরূপ প্রশংসা করেছেন আপনি সেরূপই। আমার ভাই দাউদ যা বলেছেন আমিও তাই বলি: আমি আমার নেতা ও প্রভুর জন্য আমার মুখমণ্ডলকে ধুলায় লুটিয়েছি এবং আমার নেতা ও প্রভুর অধিকার আছে যে, তাঁর জন্য সাজদা করতে হবে।' অতঃপর তিনি মস্তক উঠালেন এবং (বসা অবস্থায়) বললেন: 'হে আল্লাহ আপনি আমাকে প্রদান করুন একটি অন্তর যা অকল্যাণ থেকে পবিত্র এবং যা কঠোর নয় এবং দুর্ভাগাও নয়।'

এরপর তিনি নামায শেষ করলেন এবং আমার কাঁথার মধ্যে প্রবেশ করলেন, তখন আমি বড়বড় নিশ্বাস নিয়ে হাপাচ্ছিলাম। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হুমাইরা (আয়েশা), তোমার এ অবস্থা কেন? আমি তাঁকে ঘটনাটি খুলে বললাম। অতঃপর তিনি তাঁর হস্তদ্বয় দ্বারা আমার হাটু যুগলকে মুছতে লাগলেন এবং বললেন, এ হাটু যুগলের দুর্ভাগ্য! কত কষ্টই না পেল! আজ হলো মধ্য শাবানের রাত। আল্লাহ্ তা'য়ালা এ রাতে পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং শিরকে জড়িত ও বিদ্বেষে লিপ্ত ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন।"[৯৫]

হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। কারণ সুলায়মান বিন আবি কারীমা একক ভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি ছাড়া আর কেউই হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। হিশাম ইবনু উরওয়ার অগণিত ছাত্রদের কেউই বলেন নি যে, এ অর্থে কোনো হাদীস তিনি কখনো বলেছেন। শুধুমাত্র সুলাইমান ইবনু আবী কারীমাই এ দাবী করছেন। তিনি অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবী। আবু হাতিম রাযি তাঁকে দুর্বল হিসেবে নিশ্চিত করেছেন। ইবনু আদী বলেন: তাঁর বর্ণিত হাদীস সমূহ অধিকাংশই পরিত্যাহ্য।[৯৬] এ কারণেই ইবনুল জাওযী এ হাদীসটিকে ভিত্তিহীন ও পরিত্যাহ্য হাদীস সমূহের মধ্যে গণনা করেছেন।[৯৭]

৮. ৫. হাদীস নং ২১: সালাতের সাজদায় ও সাজদা থেকে উঠে দোয়া

হাদীসটি ইবনুল জাওযী বাতিল বর্ণনাসমূহের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর সনদে সাঈদ ইবনু আব্দিল করিম ওয়াসিতী থেকে, তিনি আবু নুমান সাদী থেকে, তিনি আবু রাজা আল উত্বারেদী থেকে, তিনি আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: নবী (ﷺ) আমাকে আয়েশার (রা) কাছে পাঠালেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি দ্রুত আমাকে ছেড়ে দিন। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে মধ্য শাবানের রাত সম্পর্কে আলোচনারত অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি বললেন, হে আনাস, তুমি বস, আমি তোমাকে মধ্য শাবানের রাত সম্বন্ধে বলব,

كَانَتْ لَيْلَتِيْ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَى دَخَلَ مَعِيْ فِيْ اللِّحَافِ قَالَتْ فَانْتَبَهْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمْ أَجِدْهُ فَطُفْتُ فِيْ حُجُرَاتِ نِسَائِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ قَالَتْ قُلْتُ ذَهَبَ إِلَى جَارِيَتِهِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ قَالَتْ فَخَرَجْتُ فَمَرَرْتُ فِيْ الْمَسْجِدِ فَوَقَعَتْ رِجْلِيْ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُوْلُ سَجَدَ لَكَ خَيَالِيْ وَسَوَادِيْ وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِيْ وَبَيْنَ يَدِيْ الَّتِيْ جَنَيْتُ بِهَا عَلَى نَفْسِيْ فَيَا عَظِيْمُ أَهْلٌ لِغَفْرِ الذَّنْبِ الْعَظِيْمِ اغْفِرْ لِيْ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ قَالَتْ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَبْ لِيْ قَلْباً تَقِيًّا نَقِيًّا مِنَ السُّوَيْدِ لاَ كَافِراً وَلاَ شَقِيًّا قَالَتْ ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ فَقَالَ أَقُوْلَ لَكَ كَمَا قَالَ أَخِيْ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَعْفِرُ وَجْهِيْ بِالتُّرَابِ يَا سَيِّدِيْ وَحَقاً لِوَجْهِ سَيِّدِيْ أَنْ تُعْفَرَ الْوُجُوْهُ لِوَجْهِهِ قَالَتْ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ. فَقُلْتُ: بِأَبِيْ وَأُمِّيْ، أَنْتَ فِيْ وَادٍ وَأَنَا فِيْ وَادٍ قَالَتْ فَسَمِعَ حِسَّ قَدَمِيْ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ وَقَالَ يَا حُمَيْرُ، أَمَا تَدْرِيْنَ مَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ؟ هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِنَّ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ.... لاَ أَقُوْلُ فِيْهِمْ سِتَّةُ نَفَرٍ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَعَاقٌّ وَالِدَيْهِ وَلاَ مُصِرٌّ عَلَى الزِّنَا وَلاَ مُصَارِمٌ وَلاَ مُصَوِّرٌ وَلاَ قَتَّاتٌ.

"সে রাতটি আমার জন্য বরাদ্দ ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার কাছে এসে আমার লেপের ভিতরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর রাতে আমি জাগ্রত হয়ে তাঁকে পেলাম না। তখন তাঁর স্ত্রীগণের গৃহগুলিতে অনুসন্ধান করেও তাঁকে পেলাম না। আমি ধারণা করলাম, তিনি তাঁর দাসী মারিয়া ক্বিবতিয়ার ঘরে গিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি বের হয়ে মসজিদে গেলাম। তখন আমার পায়ের সাথে তাঁর দেহ মোবারকের স্পর্শ হলো। সে সময় তিনি সিজদারত অবস্থায় বলছিলেন, 'আপনার জন্য সাজদাবনত হয়েছে আমার দেহ ও আমার ছায়া। আপনার উপর বিশ্বাস এনেছে আমার অন্তর। আমারই দুই হাতের মধ্যে, যে হস্তদ্বয় দ্বারা আমি আমার আত্মার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছি। তাই হে মহান, আপনি মহাপাপ ক্ষমা করার যোগ্যতা রাখেন। আপনি কঠিন পাপরাশি ক্ষমা করে দিন।'

অতঃপর তিনি মস্তক উঠালেন এবং বললেন: 'হে আল্লাহ আপনি আমাকে প্রদান করুন একটি অন্তর যা অকল্যণ থেকে পবিত্র এবং যা অবিশ্বাসী নয় এবং দুর্ভাগাও নয়।' অতঃপর তিনি আবার সাজদা করলেন এবং বললেন: 'আমার ভাই দাউদ (আ) যা বলেছেন আমিও তাই বলি: হে আমার নেতা, আমি আমার মুখমণ্ডলকে ধুলায় লুটিয়েছি এবং আমার নেতার অধিকার আছে যে, তাঁর জন্য মুখমণ্ডলগুলি ধুলায় লুটাবে।' অতঃপর তিনি মস্তক উঠালেন। আমি (আপন মনে) বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবানী হউন! আপনি এক জগতে আর আমি অন্য জগতে। তখন রাসুল (ﷺ) আমার পদধ্বনি শুনে আমার কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং বললেন ঃ হে আয়েশা, তুমি কি জান এটি কোন রাত? এটি মধ্য শাবানের রাত। এ রাতে আল্লাহ্ তা'য়ালা 'কালব' সম্প্রদায়ের মেশপালের পশমের সমপরিমান মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন। ... তবে ছয় ব্যক্তি উক্ত ক্ষমার আওতায় পড়বেনা। তারা হলো: মদ্যপায়ী, পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, বারংবার ব্যাভিচারে লিপ্ত ব্যক্তি, সম্পর্ক ছিন্নকারী, প্রাণীর ছবি অংকনকারী এবং যে ব্যক্তি একের কথা অপরের কাছে লাগায়।"[৯৮]

এ হাদীস থেকেও পূর্ববর্তী হাদীসের ন্যায় উক্ত রাতে সালাত আদায়, সাজদারত অবস্থায় ও বসা অবস্থায় দোয়া করার উৎসাহ পাওয়া যায়। কিন্তু হাদীসটি একেবারেই বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। কারণ সাঈদ বিন আব্দুল করিম এককভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি ছাড়া আর কেউই এই হাদীসটি বলেন নি। তিনি অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যক্ত বা মিথ্যা হাদীস বানানোর অভিযোগে অভিযুক্ত। এধরণের রাবী যে হাদীস এককভাবে বর্ণনা করে তা ভিত্তিহীন বা বাতিল হিসেবে বিবেচিত। এজন্য ইবনুল জাওযী বলেন, এ সনদটি গ্রহণযোগ্য নয়। হাফিয আবুল ফাতহ্ আয্দী বলেছেন: সাঈদ ইবনু আব্দিল করিম পরিত্যক্ত।[৯৯] তাঁর সাথে ইমাম যাহাবী এবং ইবনু হাজার আসকালানীও এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।[১০০]

৮. ৬. হাদীস নং ২২: বাকী' গোরস্থানে সাজদারত অবস্থায় দোয়া

ইমাম যাহাবী মিথ্যাবাদী ও দুর্বল রাবীদের জীবনী গ্রন্থে 'মুহাম্মদ বিন ইয়াহয়িয়া ইবনু ইসমাঈল' নামক তৃতীয় শতকের একজন অনির্ভরযোগ্য রাবীর জীবনী আলোচনাকালে তার বর্ণিত বাতিল হাদীসের নমুনা হিসাবে হাদীসটি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া নামক এই ব্যক্তি তার সনদে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

أَتَانِيْ حَبِيْبِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَآوَى إِلَى فِرَاشِهِ ثُمَّ قَامَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ خَرَجَ مُسْرِعاً فَخَرَجْتُ فِيْ أَثَرِهِ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ بِالْبَقِيْعِ وَهُوَ يَقُوْلُ سَجَدَ لَكَ خَيَالِيْ وَسَوَادِيْ ... الحديث.

"মধ্য-শাবানের রাতে আমার প্রিয়তম রাসূলুল্লাাহ (ﷺ) আমার কাছে আসলেন এবং তাঁর বিছানায় গেলেন। অতঃপর শোয়া থেকে উঠে গোসল করলেন এবং দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। আমি তাঁর পদাংক অনুসরণ করলাম। যেয়ে দেখি তিনি বাক্বী'তে সাজদারত অবস্থায় দোয়া করছেন, 'হে প্রভু, আপনার জন্য সাজদাবনত হয়েছে আমার দেহ ও আমার মন....।" ইমাম যাহাবী বলেন, এ হাদীসটি এ ব্যক্তির বর্ণিত বাতিল হাদীসগুলির অন্যতম।[১০১]

৮. ৭. হাদীস নং ২৩: দুই ঈদ ও মধ্য-শাবানের রাত্রিভর ইবাদত

হাদীসটি ইমাম যাহাবী বাতিল ও মাউযূ হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ঈসা ইবনু ইবরাহীম ইবনু তাহমান নামক দ্বিতীয় হিজরী শতকের এক ব্যক্তি বলেন, তাকে সালামা ইবনু সুলাইমান বলেছেন, মারওয়ান ইবনু সালিম থেকে, তিনি ইবনুল কুরদাউস থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَيْ الْعِيْدِ وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ

"যে ব্যাক্তি মধ্য শাবানের রাত ও দু ঈদের রাত ইবাদতে জাগ্রত থাকবে তার অন্তরের মৃত্যু হবেনা যে দিন সকল অন্তর মরে যাবে।"[১০২]

এ হাদীসের একমাত্র বর্ণনাকারী উপর্যুক্ত ঈসা ইবনু ইবরাহীম ইবনু তাহমান বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে সুপরিচিত। ইমাম বুখারী, নাসায়ী, ইয়াহয়িয়া বিন মাঈন ও আবু হাতিম রাযি ও অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস একবাক্যে তাকে পরিত্যক্ত ও মিথ্যাবাদি রাবী বলে উল্লেখ করেছেন। এ পর্যায়ের রাবী কতৃক এককভাবে বর্ণিত হাদীস ভিত্তিহীন বা বানোয়াট হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া ঈসা ইবনু ইবরাহীম নামক এ ব্যক্তি তার উস্তাদ হিসেবে যার নাম উল্লেখ করেছেন সেই 'সালামা বিন সুলাইমান' দুর্বল রাবী বলে পরিচিত। আর তার উস্তাদ হিসেবে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেই 'মারওয়ান বিন সালিম' মিথ্যা হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত।[১০৩] এভাবে আমরা দেখছি যে, এ হাদীসটির সনদের রাবীগণ অধিকাংশই মিথ্যাবাদি বা অত্যন্ত দুর্বল। এরা ছাড়া কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেননি। কাজেই হাদীসটি বানোয়াট পর্যায়ের।

এখানে উল্লেখ্য যে, আবূ উমামা (রা) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে একাধিক দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, 'যে ব্যাক্তি দু ঈদের রাত ইবাদতে জাগ্রত থাকবে তার অন্তরের মৃত্যু হবেনা যে দিন সকল অন্তর মরে যাবে।' এ সকল বর্ণনায় দু ঈদের রাতের সাথে মধ্য শাবানের রাতকে কেউ যুক্ত করেন নি।[১০৪]

৮. ৮. হাদীস নং ২৪: পাঁচ রাত্রি ইবাদতে জাগ্রত থাকার ফযীলত

মুয়ায ইবনু জাবাল (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বর্ণিত হয়েছে:

مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِيَ الْخَمْسَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ وَلَيْلَةَ النَّحْرِ وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

"যে ব্যক্তি পাঁচ রাত (ইবাদতে) জাগ্রত থাকবে তার জন্য জান্নাত প্রাপ্য হবে: যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখের রাত্রি, ৯ তারিখের (আরাফার) রাত্রি, ১০ তারিখের (ঈদুল আযহার) রাত্রি, ঈদুল ফিতরের রাত্রি ও মধ্য শাবানের রাত্রি।"

হাদীসটি ইস্পাহানী 'তারগীব' গ্রন্থে সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ-এর সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। সুওয়াইদ আব্দুর রাহীম আল'আম্মী থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ওয়াহ্‌ব ইবনু মুনাব্বিহ থেকে, তিনি মুয়ায (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির রাবী আব্দুর রাহীম ইবনু যাইদ আল-'আম্মী (১৮৪ হি) জাল-হাদীস বর্ণনাকারী বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইমাম বুখারী, নাসাঈ, ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন, আহমদ ইবনু হাম্বাল, আবূ হাতিম রাযী, আবূ দাউদ ও অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস এ ব্যক্তির মিথ্যাবাদিতার বিষয় উল্লেখ করেছেন। এজন্য এ হাদীসটি মাওযূ বা জাল হাদীস বলে গণ্য। ইবনুল জাওযী, ইবনু হাজার আসকালানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী প্রমুখ মুহাদ্দিস এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[১০৫]

৮. ৯. হাদীস নং ২৫: এ রাত্রিতে রহমতের দরজাগুলি খোলা হয়

আবুল হাসান আলী ইবনু মুহাম্মদ ইবনু ইরাক আল-কিনানী (৯৬৩ হি) তাঁর জাল ও ভিত্তিহীন হাদীস সংকলনের গ্রন্থে ইবনু আসাকির-এর বরাত দিয়ে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হাদীস হিসেবে নিম্নের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। উবাই ইবনু কা'ব (রা) এর সূত্রে কথিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِيْ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ: قُمْ فَصَلِّ وَارْفَعْ رَأْسَكَ وَيَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ قَالَ يَا مُحَمَّدُ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأَبْوَابُ الرَّحْمَةِ ثَلاَثُمِائَةِ بَابٍ .... فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَبَيْنَا هُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ ... فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ... فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ مَفْتُوْحَةٌ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكٌ يُنَادِيْ طُوْبَى لِمَنْ سَجَدَ فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ

"মধ্য শাবানের রাত্রে জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আগমন করে বলেন, আপনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ুন এবং আপনার মাথা ও হস্তদ্বয় উপরে উঠান। আমি বললাম, হে জিবরাঈল, এটি কোন্ রাত? তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ, এ রাতে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং রহমতের ৩০০ দরজা খুলে দেওয়া হয়। ... তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাকী গোরস্থানে গমন করেন। তিনি যখন সেখানে সাজদারত অবস্থায় দোয়া করছিলেন, তখন জিবরাঈল সেখানে অবতরণ করে বলেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি আকাশের দিকে মাথা তুলুন। তিনি তখন তাঁর মস্তক উত্তোলন করে দেখেন যে, রহমতের দরজাগুলি খুলে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক দরজায় একজন ফিরিশতা ডেকে বলছেন, এই রাত্রিতে যে সাজদা করে তার জন্য মহা সুসংবাদ...।

হাদীসটি উল্লেখ করে ইবনু ইরাক বলেন, এ হাদীস একটি মাত্র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে সূত্রে উল্লিখিত বর্ণনাকারীগণ সকলেই অজ্ঞাতপরিচয়। ফলে হাদীসটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হিসেবে বিবেচিত[১০৬]।

৯. নির্ধারিত পদ্ধতিতে সালাত আদায় বিষয়ক হাদীস

উপরের হাদীসগুলিতে মধ্য-শা'বানের রাতের মর্যাদা উল্লেখ করা হয়েছে এবং উক্ত রাতে আল্লাহ কর্তৃক তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে উক্ত রাতে সালাত আদায় ও দোয়া করার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। আমার লক্ষ্য করেছি যে, শেষোক্ত হাদীসসমূহের অধিকাংশই দুর্বল, অত্যন্ত দুর্বল বা বাতিল। এগুলির মধ্যে বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়াই দুষ্কর। আরো একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে যে, উক্ত হাদীসগুলিতে কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে বা কোন বিশেষ সুরা পাঠের মাধ্যমে সালাত আদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

শবে বরাতের ফযীলত বিষয়ে বর্ণিত অন্য কিছু হাদীসে এ রাত্রিতে বিশেষ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক রাকআত সালাত আদায়ের বিশেষ ফযীলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুহাদ্দিস ও আলিমগণের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী এ অর্থে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন, যা

হিজরী চতুর্থ শতকের পরে রাসুলুলাহ (ﷺ) -এর নামে রচনা করে বানোয়াট সনদ তৈরি করে প্রচার করা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষার মাধ্যমে জালিয়াতি নিশ্চিত করেছেন। তাঁরা একমত যে, শবে বরাতের রাত্রিতে নির্দিষ্ট রাক'আত নির্দিষ্ট সূরা দিয়ে পাঠ করার অর্থে বর্ণিত সকল হাদীসই বানোয়াট এবং গল্পকার ওয়ায়েযদের মস্তিস্কপ্রসূত কথা। নিম্নে হাদীসগুলো আলোচনা করা হল। যেহেতু এগুলি সবই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে প্রচারিত বানোয়াট কথা যা তিনি কখনোই বলেন নি বলে মুহাদ্দিসগণ একমত, এজন্য এখানে এ সকল হাদীসের আরবী না লিখে সংক্ষেপে বাংলা ভাবার্থ লেখা হলো এবং এগুলির সনদ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম না।

৯. ১. হাদীস নং ২৬: ৩০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ৩০ বার ইখলাস

"যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে প্রত্যেক রাকাতে ৩০বার সুরা ইখলাস পাঠের মাধ্যমে ৩০০ রাকাত সালাত আদায় করবে জাহান্নামের আগুন অবধারিত এমন ১০ ব্যক্তির ব্যপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।" হাদীসটি আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়্যিম বাতিল বা ভিত্তিহীন হাদীস সমূহের মধ্যে উলেখ করেছেন।[১০৭]

৯. ২. হাদীস নং ২৭: ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার ইখলাস

মধ্য শাবানের রজনীতে এ পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের প্রচলন হিজরী চতুর্থ শতকের পরে মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, ৪৪৮ হি. সনে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রথম এ রাত্রিতে এ পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের প্রচলন শুরু হয়।[১০৮] এ সময়ে বিভিন্ন মিথ্যাবাদী গল্পকার ওয়ায়েয এ অর্থে কিছু হাদীস বানিয়ে বলেন। এ অর্থে ৪টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার প্রত্যেকটিই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

প্রথমটি আলী (রা) -এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নামে প্রচারিত: "যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ১০০ রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকআতে সুরা ফাতিহা ও ১০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে সে উক্ত রাতে যত প্রয়োজনের কথা বলবে আল্লাহ তার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। লাওহে মাহফুজে তাকে দুর্ভাগা লিপিবদ্ধ করা হলেও তা পরির্বতন করে সৌভাগ্যবান হিসেবে তার নিয়তি নির্ধারণ করা হবে, আল্লাহ তার কাছে ৭০ হাজার ফিরিশতা প্রেরণ করবেন যারা তার পাপ রাশি মুছে দেবে, বছরের শেষ পর্যন্ত তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন রাখবে, এছাড়াও আল্লাহ তায়ালা 'আদন' জান্নাতে ৭০ হাজার বা ৭ লক্ষ ফিরিশতা প্রেরণ করবেন যারা জান্নাতের মধ্যে তার জন্য শহর ও প্রাসাদ নির্মাণ করবে এবং তার জন্য বৃক্ষরাজি রোপন করবে... । যে ব্যক্তি এ সালাত আদায় করবে এবং পরকালের শান্তি কামনা করবে আলাহ তায়ালা তার জন্য তার অংশ প্রদান করবেন।"

হাদীসটি সর্বসম্মতভাবে বানোয়াট ও জাল। এর বর্ণনাকারীগণ কেউ অজ্ঞাত পরিচয় এবং কেউ মিথ্যাবাদী জালিয়াত হিসেবে পরিচিত।[১০৯]

৯. ৩. হাদীস নং ২৮: ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার ইখলাস

এটি ১০০ রাকাত সংক্রান্ত ২য় হাদীস। ইবনু ওমর (রা) -এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নামে বর্ণনা করা হয়েছে: "যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে এক শত রাকাত সালাতে এক হাজার বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে তার মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালা তার কাছে ১০০ জন ফিরিশতা প্রেরণ করবেন, তন্মধ্যে ত্রিশজন তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিবে, ত্রিশজন তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপত্তার সুসংবাদ প্রদান করবে, ত্রিশজন তাকে ভুলের মধ্যে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে এবং দশজন তার শত্রুদের ষড়যন্ত্রের জবাব দিবে।"

হাদীসটি বানোয়াট। সনদের অধিকাংশ রাবী অজ্ঞাতপরিচয়। বাকীরা মিথ্যাবাদী হিসাবে সুপরিচিত।[১১০]

৯. ৪. হাদীস নং ২৯: ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার ইখলাস

এটি ১০০ রাকাত সংক্রান্ত ৩য় হাদীস। জাল হাদীস বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদীগণ এ হাদীসটি বিশিষ্ট তাবেয়ী ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ আল বাকের (১১৫ হি) থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর বরাতে বর্ণনা করেছে: "যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ১০০ রাকআত সালাতে ১০০০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে তার মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তার কাছে ১০০ ফিরিশতা প্রেরণ করবেন। ৩০ জন তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিবে, ৩০ জন তাকে দোজখের আগুন থেকে মুক্তি দিবে, ৩০ জন তার ভুল সংশোধন করবে এবং ১০ জন তার শত্রুদের নাম লিপিবদ্ধ করবে।"

এ হাদীসটিও বানোয়াট। সনদের কিছু রাবী অজ্ঞাতপরিচয় এবং কিছু রাবী মিথ্যাবাদী হিসাবে সুপরিচিত।।[১১১]

৯. ৫. হাদীস নং ৩০: ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার ইখলাস

এটি ১০০ রাকাত সংক্রান্ত ৪র্থ হাদীস। আমরা দেখেছি যে, ১০০ রাকাত সংক্রান্ত এ বিশেষ পদ্ধতিটি হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন গল্পকার ওয়ায়েযের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং যুগে যুগে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে ভারতীয় ওয়ায়েযগণ এ পদ্ধতির মধ্যে প্রত্যেক দুই রাকাতের পরে "তাসবীহুত তারাবীহ"র প্রচলন করেন এবং ১০০ রাকাত পূর্ণ হওয়ার পর কতিপয় সাজদা, সাজদার ভিতরে ও বাইরে কতিপয় দোয়া সংযুক্ত করেছেন।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৬ হি) বানোয়াট হাদীসসমুহের মধ্যে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম হলো, মধ্য শাবানের রাতে পঞ্চাশ সালামে ১০০ রাকাত সালাত আদায় করতে হবে। প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহার পর ১০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করতে হবে। প্রত্যেক দুই রাকাত পর তাসবীহুত তারাবীহ পাঠ করবে, এর পর সাজদা করবে। সাজদার মধ্যে কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে। অতঃপর সাজদা থেকে মাথা তুলবে এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উপর দরূদ পাঠ করবে ও কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় সাজদা করবে এবং তাতে কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে।[১১২]

৯. ৬. হাদীস নং ৩১: ৫০ রাক'আত সালাত

ইমাম যাহাবী এ হাদীসটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট হাদীস হিসেবে হাদীসটির বর্ণনাকারী অজ্ঞাত রাবী মুহাম্মদ বিন সাঈদ আল-মীলী আত-তাবারীর জীবনীতে উলেখ করেছেন। উক্ত মুহাম্মদ বিন সাঈদ এ হাদীসটি তার মতই অজ্ঞাত রাবী মুহাম্মদ বিন আমর আল-বাজালীর সনদে আনাস (রা) থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেন: "যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ৫০ রাকাত সালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে যত প্রকার প্রয়োজনের কথা বলবে তার সবই পূরণ করে দেয়া হবে। এমনকি লাওহে মাহফুজে তাকে দুর্ভাগ্যবান হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হলেও তা পরিবর্তন করে তাকে সৌভাগ্যবান করা হবে। এবং আল্লাহ তা'আলা তার কাছে ৭ লক্ষ ফেরেশতা প্রেরণ করবেন যারা তার নেকী লিপিবদ্ধ করবে, অপর ৭লক্ষ ফেরেশতা প্রেরণ করবেন যারা তার জন্য বেহেশতে প্রাসাদ নির্মাণ করবে ..... এবং ৭০ হাজার একত্ববাদীর জন্য তার সুপারিশ গ্রহন করা হবে... ।"

ইমাম যাহাবী এ জাল হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, "যে ব্যক্তি এ হাদীসটি বানিয়েছে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে লাঞ্চিত করুন।"[১১৩]

৯. ৭. হাদীস নং ৩২: ১৪ রাক'আত সালাত

ইমাম বায়হাক্বী তাঁর সনদে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "আমি রাসুলুলাহ্ (ﷺ) কে মধ্য-শাবানের রাতে ১৪ রাকাত সালাত আদায় করতে দেখেছি। সালাত শেষে বসে তিনি ১৪ বার সূরা ফাতিহা, ১৪ বার সূরা ইখলাছ, ১৪ বার সূরা ফালাক, ১৪ বার সূরা নাস, ১ বার আয়াতুলকুরসী এবং সূরা তাওবার শেষ দু আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, এ সব কাজের সমাপ্তির পর আমি তাঁকে এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি (ﷺ) বললেন: তুমি আমাকে যে ভাবে করতে দেখেছ এভাবে যে করবে তার আমল নামায় ২০টি ক্ববুল হজ্বের সাওয়াব লিখা হবে এবং ২০ বছরের ক্ববুল সিয়ামের সাওয়াব লিখা হবে। পরদিন যদি সে সিয়াম পালন করে তবে দু বছরের সিয়ামের সাওয়াব তার আমল নামায় লিখা হবে।"

হাদীসটি উল্লেখ করার পর ইমাম বায়হাক্বী বলেন: ইমাম আহমদ বলেছেন যে, এ হাদীসটি আপত্তিকর, পরিত্যাক্ত, জাল ও বানোয়াট বলে প্রতীয়মান হয়। হাদীসটির সনদে অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারীগণ রয়েছে।[১১৪]

অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করার বিষয়ে ইমাম বাইহাকীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইবনুল জাওযী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন: হাদীসটি বানোয়াট, এর সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। .... সনদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন মুহাজির রয়েছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেনঃ মুহাম্মদ বিন মুহাজের হাদীস বানোয়াট-কারী।[১১৫]

৯. ৮. হাদীস নং ৩৩: ১২ রাক'আত, প্রত্যেক রাক'আতে ৩০ বার ইখলাস

জালিয়াতগণ আবু হুরায়রা (রা) পর্যন্ত একটি জাল সনদ তৈরী করে তাঁর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছে : "যে ব্যক্তি মধ্য শা'বানের রাতে ১২ রাকআত সালাত আদায় করবে এবং প্রত্যেক রাকআতে ৩০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, সালাত শেষ হওয়ার পূর্বেই বেহেশতের মধ্যে তার অবস্থান সে অবলোকন করবে। এবং তার পরিবারের সদস্যদের মধ্য থেকে জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত হয়েছে এমন দশ ব্যক্তির ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।"

এ হাদীসের সনদের অধিকাংশ বর্ণনাকারীই অজ্ঞাত। এছাড়াও সনদের মধ্যে কতিপয় দুর্বল ও পরিত্যাহ্য বর্ণনাকারী রয়েছে।[১১৬]

এভাবে আমরা দেখছি যে, মধ্য শা'বানের রাতে নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দ্দিষ্ট রাকআত সালাত আদায় সংক্রান্ত হাদীসগুলি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু কতিপয় নেককার ও সরলপ্রাণ ফকীহ ও মুফাস্সির তাঁদের রচনাবলিতে এগুলির জালিয়াতি ও অসারতা উল্লেখ ব্যতীতই এসকল ভিত্তিহীন এগুলি উল্লেখ করেছেন। এমনকি কেউ কেউ এগুলোর উপর ভিত্তি করে ফতোয়া প্রদান করেছেন ও তদানুযায়ী আমল করেছেন, যা পরবর্তীতে এ রীতি প্রসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, মসজিদের অজ্ঞ ইমামগন জনসাধারণকে একত্র করা ও নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফাঁদ হিসেবে এ সকল সালাত, সালাতুর রাগায়েব ও অনুরূপ অন্যান্য বানোয়াট পদ্ধতির সালাতকে ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া বিভিন্ন গল্পকার বর্ননাকারী তাদের মাহফিল জমানোর জন্য এগুলো বর্ণনা করেন যার সাথে সত্যের কোন সম্পর্ক নেই।[১১৭]

মোল্লা আলী ক্বারী (১০১৪ হি) শবে বরাতের সালাতের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসগুলির অসারতা উল্লেখ পূর্বক বলেন, সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, যারা সুন্নতের ইলমের সন্ধান পেয়েছেন তারা এগুলো দ্বারা প্রতারিত হন কি করে! এ সালাত চতুর্থ হিজরী শতকের পর ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে যার উৎপত্তি হয়েছে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে। এ ব্যাপারে অসংখ্য জাল হাদীস তৈরী করা হয়েছে যার একটিও সঠিক বা নির্ভরযোগ্য নয়।[১১৮] তিনি আরো বলেন, হে পাঠক, এ সকল ভিত্তিহীন মিথ্যা হাদীস 'কুতুল কুলুব', 'ইহয়িয়া-উ- উলুমিদ্দীন' ও সা'লাবীর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ থাকার কারণে আপনারা প্রতারিত ও বিভ্রান্ত হবেন না।[১১৯] ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ আজলুনীও (১১৬২ হি) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[১২০]

আল্লামা শাওকানী (১২৫০ হি) শবে বরাতের রাত্রিতে আদায়কৃত এই সালাত সংক্রান্ত হাদীসের ভিত্তিহীনতা উল্লেখ পূর্বক বলেন, এ সকল হাদীস দ্বারা এক দল ফকীহ প্রতারিত হয়েছেন। যেমন 'ইহয়িয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থকার ইমাম গাযালী ও অন্যান্যরা। এমনিভাবে কতিপয় মুফাস্সিরও প্রতারিত হয়েছেন। এ সালাতের বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের জাল হাদীস রচিত হয়েছে। এ সকল হাদীস মাউযূ বা বানোয়াট হওয়ার অর্থ হলো, এই রাত্রিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত রাক'আত সালাত আদায়ের প্রচলন বাতিল ও ভিত্তিহীন। তবে কোনো নির্ধারিত রাক'আত, সূরা বা পদ্ধতি ব্যতিরেকে সাধারণ ভাবে এ রাত্রিতে ইবাদত বা দোয়া করার বিষয় তিরমিযী সংকলিত আয়েশার (রা) হাদীস

(হাদীস নং ৮ ও ১৬) এবং ইবনু মাজাহ সংকলিত আলীর (রা) হাদীস (হাদীস নং ১৭) থেকে জানা যায়। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, এ দুটি হাদীসও দুর্বলতা মুক্ত নয়।[১২১]

১০. কিছু সনদ-বিহীন বানোয়াট কথা

উপরে আমরা মধ্য-শাবানের রত্রি সম্পর্কে বর্ণিত সহীহ, যয়ীফ ও জাল হাদীসগুলি আলোচনা করেছি। এগুলি বিভিন্ন সনদে হাদীসের গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়েছে এবং মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষার মাধ্যমে এগুলির গ্রহণযোগ্যতার পর্যায় নির্ধারণ করেছেন। এগুলি ছাড়াও আমাদের সমাজে শবে বরাত বিষয়ে আরো কিছু কথা "হাদীস" নামে প্রচলিত, যেগুলির কোনোরূপ কোনো সনদ বা ভিত্তি পাওয়া যায় না। যে হাদীসের সনদ আছে তা নিরীক্ষার মাধ্যমে সহীহ, যয়ীফ বা জাল বলে নির্ধারণ করেছেন মুহাদ্দিসাগণ। আর যে হাদীসের কোনোরূপ সনদই পাওয়া যায় না, কেবল লোকমুখে "হাদীস" বলে প্রচলিত, তা সন্দেহাতীতভাবে জাল ও ভিত্তিহীন বলে গণ্য।[১২২] এ জাতীয় কিছু কথা এখানে উল্লেখ করছি।

১০. ১. শবে বারাতের গোসল

প্রচলিত সনদ-বিহীন কথাগুলির অন্যতম হলো এ রাতে গোসল করার ফযীলত। বিষয়টি যদিও ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা, তবুও আমাদের সমাজে তা ব্যাপক প্রচলিত। আমদের দেশের প্রচলিত প্রায় সকল পুস্তকেই এ জাল কথাটি লিখা হয় এবং ওয়াযে আলোচনায় বলা হয়। প্রচলিত একটি বই থেকে উদ্ধৃত করছি: "একটি হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি উক্ত রাত্রিতে এবাদতের উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় গোসল করিবে, সে ব্যক্তির গোসলের প্রত্যেকটি বিন্দু পানির পরিবর্তে তাহার আমল নামায় ৭০০ (সাতশত) রাকাত নফল নামাযের ছওয়াব লিখা যাইবে। গোসল করিয়া দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল অজুর নামায পড়িবে।..."[১২৩]

এ মিথ্যা কথাটি দ্বারা প্রভাবিত ও প্রতারিত হয়ে কঠিন শীতের রাতেও অনেকে গোসল করেন। উপরন্তু ফোটা ফোটা পানি পড়ার আশায় শরীর ও মাথা ভাল করে মোছেন না। এর ফলে অনেকে, বিশেষত, মহিলারা ঠাণ্ডা-সর্দিতে আক্রান্ত হন। আর এ কষ্ট শরীয়তের দৃষ্টিতে বেকার পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, সুন্নাতের আলোকে এ রাতে গোসল করে ইবাদত করা আর ওযু করে ইবাদত করার মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে এ রাতে গোসল করা এবং অন্য কোনো রাতে গোসল করার মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই।

১০. ২. শবে বরাতের হালুয়া-রুটি

এ রত্রিতে হালুয়া-রুটি তৈরি করা, খাওয়া, বিতরণ করা ইত্যাদি সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কর্ম। এ রাত্রিতে এ সকল কর্ম করলে কোনো বিশেষ সাওয়াব পাওয়া যাবে মর্মে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে ফুরফুরার পীর আল্লামা আবূ জাফর সিদ্দীকী তাঁর লেখা "আল-মাউযূআত" গ্রন্থে বলেন: "মুর্খ লোকেরা বলে যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উহদ যুদ্ধে আহত হন এবং তাঁর মুবারক দাঁত ভেঙ্গে যায় তখন তিনি হালুয়া খেয়েছিলেন। এজন্য শবে বারাতে হালুয়া বানতে হয়।' কথাটি ভুল। আর উহদের যুদ্ধ শাওয়াল মাসে ঘটেছিল।"[১২৪]

১০. ৩. ১৫ই শা'বানের দিনে সিয়াম

প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ সিয়াম পালন সুন্নাত নির্দেশিত গুরুত্বপূর্ণ নফল ইবাদত। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শাবান মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন করতেন। সাধারণত তিনি শাবানের প্রথম থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখতেন এবং অনেক সময় প্রায় পুরো শাবানই সিয়ামরত থাকতেন।[১২৫] এজন্য শাবানের প্রথম থেকে ১৫ তারিখ অথবা অন্তত ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ সিয়াম পালন সুন্নাত সম্মত গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল। তবে শুধু ১৫ই শাবান সিয়াম পালনের বিষয়ে কোনো গ্রহণযোগ্য হাদীস পাওয়া যায় না। আলী (রা) থেকে বর্ণিত (১৭ নং) হাদীসে এ দিনে সিয়ামের কথা বলা হয়েছে। তবে হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। ১৪ রাক'আত বিষয়ক (৩২ নং) হাদীসেও সিয়াম পালনের ফযীলত উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু হাদীসটি জাল। এ বিষয়ক আরেকটি সনদবিহীন কথা:

مَنْ صَامَ يَوْمَ خَامِسَ عَشَرَ شَعْبَانَ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ أَبَداً

"যে ব্যক্তি শাবান মাসের ১৫ তারিখে সিয়াম পালন করবে, জাহান্নামের আগুন কখনোই তাকে স্পর্শ করবে না।"[১২৬]

১০. ৪. প্রচলিত আরো কিছু ভিত্তিহীন কথা

আমাদের দেশে প্রচলিত পুস্তকাদিতে অনেক সময় লেখকগণ বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধকে একসাথে মিশ্রিত করেন। অনেক সময় সহীহ হাদীসেরও অনুবাদে অনেক বিষয় প্রবেশ করান যা হাদীসের নামে মিথ্যায় পরিণত হয়। অনেক সময় নিজেদের খেয়াল-খুশি মত বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থের নাম ব্যবহার করেন। এগুলির বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। মহান আল্লাহ দয়া করে আমাদের লেখকগণের পরিশ্রম কবুল করুন, তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন এবং আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক প্রদান করুন। শবে বরাত বিষয়ক কিছু ভিত্তিহীন কথা আমাদের দেশে প্রচলিত একটি পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি। প্রায় সকল পুস্তকেই এই কথাগুলি কম বেশি লিখা হয়েছে।

"হাদীসে আছে, যাহারা এই রাত্রিতে এবাদত করিবে আল্লাহ তাআলা আপন খাছ রহমত ও স্বীয় অনুগ্রহের দ্বারা তাহাদের শরীরকে দোজখের অগ্নির উপর হারাম করিয়া দিবেন। অর্থাৎ তাহাদিগকে কখনও দোজখে নিক্ষেপ করিবেন না। হযরত (ﷺ) আরও বলেন- আমি জিবরাইল (আঃ) এর নিকট শুনিয়াছি, যাহারা শা'বানের চাঁদের ১৫ই তারিখের রাত্রিতে জাগিয়া এবাদত বন্দেগী করিবে, তাহারা শবে ক্বদরের

এবাদতের সমতুল্য ছওয়াব পাইবে।

আরও একটি হাদীসে আছে, হযরত (ﷺ) বলিয়াছেন, শাবানের চাঁদের ১৫ই তারিখের রাত্রিতে এবাদতকারী আলেম, ফাজেল, অলী, গাউছ, কুতুব, ফকীর, দরবেশ, ছিদ্দীক, শহীদ, পাপী ও নিষ্পাপ সমস্তকে আল্লাহ তা'আলা মার্জনা করিবেন। কিন্তু যাদুকর, গণক, বখীল, শরাবখোর, যেনাকার, নেশাখোর, ও পিতা-মাতাকে কষ্টদাতা- এই কয়জনকে আল্লাহ তা'আলা মাফ করিবেন না।

আরও একটি হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা শাবানের চাঁদের ১৫ই তারিখের রাত্রিতে ৩০০ খাছ রহমতের দরজা খুলিয়া দেন ও তাঁহার বান্দাদের উপর বে-শুমার রহমত বর্ষণ করিতে থাকেন।

কালইউবী কিতাবে লিখিত আছে,- একদিন হযরত ঈসা (আ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন হে খোদাতাআলা! এ যামানায় আমার চেয়ে বুযর্গ আর কেহ আছে কি? তদুত্তরে আল্লাহ তাআলা বলিলেন, হাঁ, নিশ্চয়ই। সম্মুখে একটু গিয়াই দেখ। ইহা শুনিয়া ঈসা (আ) সম্মুখের দিকে চলিতে লাগিলেন ..... তখন বৃদ্ধ বলিলেন, আমি এতদ্দেশীয় একজন লোক ছিলাম। আমার মাতার দোওয়ায় আল্লাহ তাআলা আমাকে এই বুযুর্গী দিয়াছেন। সুতরাং আজ ৪০০ বৎসর ধরিয়া আমি এই পাথরের ভিতরে বসিয়া খোদা তাআলার এবাদত করিতেছি এবং প্রত্যহ আমার আহারের জন্য খোদা তাআলা বেহেশত হইতে একটি ফল পাঠাইয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া হযরত ঈসা (আঃ) ছেজদায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ... তখন আল্লাহ তাআলা বলিলেন, হে ঈসা (আ)! জানিয়া রাখ যে, শেষ যমানার নবীর উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি শাবানের চাঁদের পনরই তারিখের রাত্রে জাগিয়া এবাদত বন্দেগী করিবে ও সেদিন রোযা রাখিবে নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি আমার নিকট এই বৃদ্ধের চেয়েও বেশী বুযুর্গ এবং প্রিয় হইতে পারিবে। তখন ঈসা (আ) কাঁদিয়া বলিলেন, হে খোদা তাআলা! তুমি আমাকে যদি নবী না করিয়া আখেরী যমানার নবীর উম্মত করিতে তাহা হইলে আমার কতই না সৌভাগ্য হইত! যেহেতু তাঁহার উম্মত হইয়া এক রাত্রিতে এত ছওয়াব কামাই করিতে পারিতাম। ... হাদীসে আছে, শাবানের চাঁদের চৌদ্দই তারিখের সূর্য অস্ত যাইবার সময় নিম্নলিখিত দোওয়া (লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) ৪০ বার পাঠ করিলে ৪০ বৎসরের ছগীরা গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

... দুই দুই রাকাত করিয়া চারি রাকাত নামায পড়িবে ... সূরা ফাতেহার পর প্রত্যেক রাকাতেই সূরা এখলাছ দশবার করিয়া পাঠ করিবে ও এই নিয়মেই নামায শেষ করিবে। হাদীসে শরীফে আছে,- যাহারা এই নামায পড়িবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহাদের চারিটি হাজত পুরা করিয়া দিবেন ও তাহাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। তৎপর ঐ রাত্রিতে দুই দুই রাকাত করিয়া আরও চারি রাকাত নফল নামায পড়িবে। ... প্রত্যেক রাকাতে সূরা ক্বদর একবার ও সূরা এখলাছ পঁচিশবার পাঠ করিবে এবং এই নিয়মে নামায শেষ করিবে। হাদীস শরীফে আছে,- মাতৃগর্ভ হইতে লোক যেরূপ নিষ্পাপ হইয়া ভুমিষ্ট হয়, উল্লিখিত ৪ রাকাত নামায পড়িলেও সেইরূপ নিষ্পাপ হইয়া যাইবে। (মেশকাত)

হাদীস শরীফে আছে,- যাহারা এই নামায পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহাদের পঞ্চাশ বৎসরের গুনাহ মার্জনা করিয়ো দিবেন। (তিরমিজী)

আরও হাদীসে আছে,- যাহারা উক্ত রাত্রে বা দিনে ১০০ হইতে ৩০০ মরতবা দরূদ শরীফ হযরত (ﷺ) এর উপর পাঠ করিবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাহাদের উপর দোজখ হারাম করিবেন। হযরত (ﷺ)-ও সুপারিশ করিয়া তাহাদিগকে বেহেশতে লইবেন। (সহীহ বোখারী)

আর যাহারা উক্ত রাত্রিতে সূরা দোখান সাতবার ও সূরা ইয়াসীন তিনবার পাঠ করিবে, আল্লাহ তাহাদের তিনটি মকছুদ পুরা করিবেন। যথাঃ- (১) হায়াত বৃদ্ধি করিবেন। (২) রুজি-রেজক বৃদ্ধি করিবেন। (৩) সমস্ত পাপ মার্জনা করেবেন।"[১২৭]

উপরের কথাগুলি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হলো, গ্রন্থকার এখানে মেশকাত, তিরমিযী ও বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন ভিত্তিহীন কিছু কথার জন্য, যে কথাগুলি এ গ্রন্থগুলি তো দূরের কথা কোনো হাদীসের গ্রন্থেই নেই। এভাবে প্রতারিত হচ্ছেন সরলপ্রাণ বাঙালি পাঠক। বস্তুত এই জাতীয় প্রচলিত পুস্তকগুলি জাল ও মিথ্যা কথায় ভরা। মহান আল্লাহ এ সকল লেখকের নেক নিয়্যাত ও খিদমাত কবুল করুন এবং আমাদেরকে ও তাঁদেরকে ক্ষমা করুন।

১১. সাহাবী-তাবিয়ীগণের মতামত ও কর্ম

উপরের আলোচিত হাদীসগুলি মারফূ বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নামে বর্ণিত ও প্রচারিত হাদীস। আমরা দেখেছি যে, সেগুলির মধ্যে কিছু হাদীস নির্ভরযোগ্য বা সহীহ ও হাসান, যেগুলি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী বা কর্ম বলে প্রমাণিত। বাকী হাদীসগুলি অত্যন্ত দুর্বল বা বানোয়াট। মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ হাদীসগুলি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর বাণী বা কর্ম নয়। ৩য়/৪র্থ হিজরী শতকে বা পরবর্তীকালে কতিপয় মিথ্যাবাদী রাবী বানোয়াট সনদ তৈরি করে এ সকল কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে চালানোর চেষ্টা করেছে। যদিও মুহাদ্দিসগণ সহজেই তাদের জালিয়াতি ধরে ফেলেছেন, কিন্তু অনেক সাধারণ মুসলিম বা কোনো কোনো ফকীহ ও মুফাস্সির তাদের জালিয়াতি দ্বারা ধোঁকাগ্রস্থ হয়েছেন।

সাহাবী ও তাবিয়ীগণের মতামত ও কর্মকেও মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় "হাদীস" বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নামে প্রচারিত হাদীসকে 'হাদীস মারফূ', সাহাবীর মতামত বা কর্ম হিসাবে বর্ণিত হাদীসকে 'হাদীস মাওকূফ' ও তাবিয়ীর মতামত ও কর্ম হিসাবে বর্ণিত হাদীসকে 'হাদীস মাকতূ' বলে অভিহিত করা হয়। মাওকূফ ও মাকতূ উভয় প্রকারের হাদীসকে 'আসার' বলা হয়।[১২৮] এখানে আমরা শবে বরাত সম্পর্কে বর্ণিত মাওকূফ ও মাকতূ হাদীসগুলি আলোচনা করব।

উল্লেখ্য যে, মধ্য শা'বানের রাতের ফযীলত সম্বন্ধে সাহাবাগণ থেকে যয়ীফ সনদে কতিপয় হাদীস বা 'আসার' বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু উক্ত রাতে একাকী বা সম্মিলিতভাবে কোন ইবাদত পালনের ব্যাপারে তাঁদের থেকে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। হাদীস ও আসারের আলোকে সুস্পষ্ট যে, কোনো সাহাবী ব্যক্তিগতভাবে বা সামষ্টিকভাবে কখনোই এ রাত্রিতে কোনো বিশেষ ইবাদত করেন নি। সাহাবীগণের যুগে এ রাতটি ব্যক্তিগত বা সামাজিক কোনোভাবেই উদযাপিত বা পালিত হয় নি।

পরবর্তী প্রজন্ম 'তাবেয়ীগণের' যুগ থেকে এ রাতে ইবাদত বন্দেগি করার বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে তাবেয়ীগণ থেকে

দু'ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। সিরিয়া বাসী কতিপয় তাবেয়ী এ রাতে বিশেষভাবে ইবাদতে মাশগুল থাকতেন। এদের মধ্যে ছিলেন, প্রখ্যাত তাবিয়ী আবু আবদুল্লাহ মাকহুল (১১২ হি), প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ফকীহ খালিদ বিন মা'দান, আবু আবদুল্লাহ হিমসী (১০৩ হি) ও তাবিয়ী লুকমান ইবনু আমির। কথিত আছে যে, ইহূদীদের মধ্যে প্রচলিত কতিপয় ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে তারা এরূপ করতেন। তাদের এ কর্ম যখন প্রচার লাভ করে তখন অন্যান্য আলিম ও সাধারণ লোকদের মধ্যে একদল তাদের সাথে একমত পোষণ করেন এবং অন্যদল আপত্তি করেন।

হিজায বা মক্কা ও মদীনার অধিকাংশ আলিম এ রাত্রিতে বিশেষ কোনো ইবাদত পালনের ঘোর আপত্তি করতেন। এদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত ফকীহ ও আবিদ তাবেয়ী আতা ইবনু আবি রাবাহ কুরাশী (১১৪ হি), সুপ্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আবিদ আব্দুল্লাহ ইবনু ওবাইদুল্লাহ ইবনু আবি মুলায়কা আল-মাদানী (১১৭ হি)।[১২৯] নিম্নে এ বিষয়ে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মাওকূফ ও মাকতূ হাদীস বা 'আসার'গুলি আলোচনা করা হল।

১১. ১. হাদীস নং ৩৪: সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, মধ্য-শাবানের রাত্রিতে ভাগ্য লিখন বিষয়ক একটি বক্তব্য ইকরিমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ বক্তব্যটি কোনো কোনো রাবী ইবনু আব্বাসের (রা) বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা সনদ পর্যালোচনা করে দেখেছি যে, বক্তব্যটি ইবনু আব্বাসের বক্তব্য নয়, বরং ইকরিমার বক্তব্য।

১১. ২. হাদীস নং ৩৫: তাবিয়ী আতা ইবনু আবী রাবাহ

تُنْسَخُ فِيْ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ الآجَالُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَخْرُجُ مُسَافِراً وَقَدْ نُسِخَ مِنَ الأَحْيَاءِ إِلَى الأَمْوَاتِ وَيَتَزَوَّجُ وَقَدْ نُسِخَ مِنَ الأَحْيَاءِ إِلَى الأَمْوَاتِ

"মধ্য শা'বানের রাতে হায়াত-মওত লিপিবদ্ধ করা হয়। এমনকি কোন ব্যক্তি ভ্রমনে বের হয় আর তাকে জীবিতদের তালিকা থেকে মৃতদের তালিকায় স্থানান্তর করা হয়। এবং কোন ব্যক্তি বিবাহ অনুষ্ঠানে থাকে আর তাকে জীবিতদের তালিকা থেকে মৃত্যুদের তালিকায় স্থানান্তরিত করা হয়।"

বিশিষ্ট তাবেয়ী আতা ইবনু আবী রাবাহ ইয়াছার (১০৩ হি) এর উক্তি হিসেবে দুর্বল সনদে এ আসরটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবদুর রাজ্জাক সানয়ানী ইবনু উয়ায়না থেকে, তিনি মিস'আর থেকে, তিনি এক ব্যক্তি থেকে, তিনি আতা থেকে বক্তব্যটি বর্ণনা করেন।[১৩০]

আমরা দেখছি যে, আতা থেকে যিনি বক্তব্যটি বর্ণনা করেছেন তিনি অজ্ঞাত পরিচয়। এজন্য আসারটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য।

১১. ৩. হাদীস নং ৩৬: তাবিয়ী উমার ইবনু আব্দুল আযীয

عَلَيْكَ بِأَرْبَعِ لَيَالٍ فِيْ السَّنَةِ فَإِنَّ اللهَ يُفْرِغُ فِيهِنَّ الرَّحْمَةَ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ وَلَيْلَةِ النَّحْرِ

"চার রাতের ব্যাপারে তুমি যত্নবান হও। আল্লাহ তা'য়ালা ঐ রাতগুলিতে তাঁর রহমত বর্ষণ করেন। রজব মাসের প্রথম রাত, মধ্য শা'বানের রাত, ঈদুল ফিতরের রাত ও ঈদুল আজহার রাত।"

বর্ণিত আছে যে, এ বাক্যটি বিশিষ্ট তাবেয়ী উমার বিন আব্দুল আযীয (১০২ হি) তাঁর নিয়োজিত একজন গভর্নর তাবিয়ী আদি ইবনু আরতার (১০২হি) নিকট লিখে পাঠান। আল্লামা হাফিয ইবনু রাজাব (৭৫০ হি) আসারটি উল্লেখ করে বলেন, এর সনদের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আপত্তি আছে।[১৩১]

১১. ৪. হাদীস নং ৩৭: তাবিয়ী খালিদ ইবনু মা'দান

خَمْسُ لَيَالٍ فِيْ السَّنَةِ مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ رَجَاءَ ثَوَابِهِنَّ وَتَصْدِيْقاً بِوَعْدِهِنَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ .... وَلَيْلَةُ نِصْفِ شَعْبَانَ

"বছরের মধ্যে পাঁচটি রাত আছে, যে ব্যক্তি পূণ্য লাভের আশায় এবং এ রাতগুলির ক্ষেত্রে প্রদত্ত ওয়াদাকে সত্য মনে করে নিয়মিতভাবে ঐ পাঁচ রাতে ইবাদত করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। রজব মাসের প্রথম রাত, ঈদুল ফিতরের রাত, ঈদুল আজহার রাত, আশুরার রাত ও মধ্য-শা'বানের রাত।"

এই বক্তব্যটি বিশিষ্ট তাবেয়ী খালিদ বিন মা'দান থেকে বর্ণিত হয়েছে।[১৩২] ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিরিয়ার যে সকল তাবিয়ী এ রাতটি ইবাদতে কাটাতেন তাদের অন্যতম ছিলেন খালিদ ইবনু মা'দান।

১১. ৫. হাদীস নং ৩৮: তাবিয়ী ইবনু আবী মুলাইকা

قِيْلَ لابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ إِنَّ زِيَاداً النُّمَيْرِيَّ وَكَانَ قَاصًّا يَقُوْلُ إِنَّ أَجْرَ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِثْلُ أَجْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ لَوْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ذَلِكَ وَفِيْ يَدِيْ عَصاً لَضَرَبْتُهُ بِهَا

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক সান'আনী তাঁর উস্তাদ মা'মার ইবনু রাশিদ থেকে, তিনি আইয়্যুব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (আইয়্যুব) বলেন, বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনু আবি মুলায়কার কাছে বলা হলো যে, যিয়াদ নুমায়রী -তিনি একজন গল্পকার ওয়ায়েয ছিলেন- বলেন, মধ্য শা'বানের রাতের ফযীলত লায়লাতুল কদরের ফযীলতের সমান। তখন ইবনু আবি মুলায়কা বলেন, আমি যদি তাকে এ কথা বলতে শুনতাম আর আমার

হাতে লাঠি থাকত আমি তাকে প্রহার করতাম।[১৩৩]

তাবিয়ী ইবনু আবী মুলাইকার বক্তব্যটির সনদ অত্যন্ত সহীহ। সনদটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। কারণ সনদের রাবী আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম আল-হিমইয়ারী (২১১ হি) বিশ্বস্ত ও হাদীসের অন্যতম ইমাম। তাঁর শায়খ মা'মার বিন রাশেদ আল-আযদী (১৫৪ হি) বিশ্বস্ত ও হাদীসের ইমাম। তাঁর শায়খ আইয়্যুব ইবনু আবি তামিমা কাইছান আল- সিখতিয়ানী (মৃত্যু-১৩১হি) বিশিষ্ট ফক্বীহ, আবিদ ও বিশ্বস্ত রাবী। বক্তব্যদাতা আব্দুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আব্দুলাহ বিন আবি মুলায়কা আল-তায়মী আল-মাদানী (১১৩ হি) বিশিষ্ট তাবেয়ী যিনি ৩০ জনেরও বেশি সাহাবী থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন এবং হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন। এঁদের সকলের হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম গ্রহণ করেছেন।[১৩৪] এভাবে আমরা দেখছি যে, ইবনু আবী মুলাইকার বক্তব্যটি বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত।

এ বর্ণনায় যিয়াদ নুমাইরী নামক যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের ফযীলত লাইলাতুল কদরের ফযীলতের সমান বলে দাবী করেছেন তিনি হচ্ছেন যিয়াদ বিন আব্দুল্লাহ নুমায়রী। তিনিও একজন তাবেয়ী। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সৎ ও নেককার লোক ছিলেন; কিন্তু হাদীস সংরক্ষণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে ছিলেন দুর্বল। হাদীস বর্ণনায় তিনি অনেক ভুল করতেন। আর এ কারণে ইয়াহয়িয়া বিন মাইন তাকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আবু হাতিম রাযী বলেছেন, যিয়াদ নুমায়রীর হাদীস নিরীক্ষার জন্য লেখা যাবে, তবে তা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু হিব্বান তার বিষয়ে বলেন, তিনি ভুল করতেন এবং আবিদ ছিলেন। অন্যত্র তিনি বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীস অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য। তার বর্ণনা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। ইবনু হিব্বান আরো বলেছেন, ইয়াহয়িয়া বিন মাঈন তাকে (যিয়াদকে) পরিত্যাগ করেছেন এবং বলেছেন, সে কিছুই না। এমনিভাবে ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য ইমাম তাকে দুর্বল হিসেবে অভিহিত করেছেন। ইবনু 'আদি বলেছেন, তার (যিয়াদ) কাছ থেকে কোন বিশ্বস্ত রাবী হাদীস বর্ণনা করলে সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আসকালানী বলেছেন, যিয়াদ ইবনু আব্দুল্লাহ নুমাইরী দুর্বল।[১৩৫]

উপর্যুক্ত আসার থেকে আমাদের কাছে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। **প্রথমত,** মধ্য শা'বানের রাতের মর্যাদা নিয়ে অতিরঞ্জিত বক্তব্য হিজরী দ্বিতীয় শতকে তাবেয়ীদের যুগে কতিপয় গল্পকার ওয়ায়েজীনদের পক্ষ থেকে প্রচারিত হয়েছে। যেমনটি আমরা উক্ত যিয়াদের বক্তব্যে লক্ষ্য করেছি। তিনি মধ্য শা'বানের রাত ও ক্বদরের রাতকে সমমর্যাদা সম্পন্ন হিসেবে দাবি করেছেন। তবে তিনি তাঁর এই দাবীকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা তাঁর কোনো সাহাবীর মত বা বক্তব্য বলে দাবি করেন নি, বরং তার নিজের মত বলেই প্রচার করেছেন। **দ্বিতীয়ত,** অনেক প্রবীন তাবেয়ী মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ তাঁদের এ বাড়াবাড়িকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

১১. ৬. হাদীস নং ৩৯: মদীনার তাবিয়ীগণের মতামত

তাবি-তাবিয়ী আব্দুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম (১৮২ হি) বলেন,

لَمْ أُدْرِكْ أَحَداً مِنْ مَشِيْخَتِنَا وَلاَ فُقَهَائِنَا يَلْتَفِتُوْنَ إِلَى لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ. وَلَمْ نُدْرِكْ أَحَداً مِنْهُمْ يَذْكُرُ حَدِيْثَ مَكْحُوْلٍ، وَلاَ يَرَى لَهَا فَضْلاً عَلَى مَا سِوَاهَا مِنَ اللَّيَالِي ... الْفُقَهَاءُ لَمْ يَكُوْنُوْا يَصْنَعُوْنَ ذَلِكَ

"আমি আমাদের (মদীনার) ফকীহগণকে এবং আমাদের উস্তাদ মাশাইখগণকে দেখেছি যে, তাঁদের মধ্যে কেউই মধ্য শা'বানের রাতের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করতেন না। তাঁদের কাউকেই আমরা মাকহুলের হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। তাঁরা কেউই বছরের অন্য সাধারণ রাতগুলির উপরে এই রাতের কোন বিশেষ ফযীলত বা মর্যাদা আছে বলে মনে করতেন না। তিনি বলেন .... (মদীনার) ফকীহগণ এ রাত্রির ইবাদতবন্দেগি কিছুই করতেন না।"

মুহাম্মদ বিন ওয়াদ্দাহ আল কুরতুবী (২৮৬ হি) হারূন বিন সাঈদ থেকে, তিনি ইবনু ওয়াহাব থেকে, তিনি আব্দুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এ কথাটি বলেন।[১৩৬]

তাবি-তাবিয়ী আব্দুর রহমান বিন যায়দ- এর এই বক্তব্যটির সনদ তার পর্যন্ত বিশুদ্ধ। সনদের রাবী হারূন বিন সাঈদ (২৫৩ হি) বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী। তাঁর শায়খ আব্দুলাহ বিন ওয়াহাব বিন মুসলিম আল-কুরাশী (১৯৭ হি) ফিক্বহ ও হাদীসের ইমাম ছিলেন এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত রারী ও আবিদ ছিলেন।[১৩৭]

বক্তব্যদাতা হচ্ছেন উমর (রা) -এর গোলাম আসলামের পৌত্র আব্দুর রহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম (১৮২ হি)। তিনি মদীনার একজন বিশিষ্ট আলিম ও তাবে' তাবেয়ী। তিনি মদীনার অনেক তাবেয়ী ও আলিমের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি হাদীস মুখস্ত, সংরক্ষণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন।[১৩৮]

এ 'আসর' থেকে বুঝা যায় যে, তাবেয়ীদের যুগে মধ্য শা'বানের রাতের বিশেষ ইবাদত প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। পূর্বেই দেখেছি যে, সিরিয়ার তাবিয়ী মাকহুল উক্ত রাতের ফযীলত সংক্রান্ত অধিকাংশ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসগুলি এবং এই রাতে ইবাদত করার প্রচলন এই সময়ে প্রচার ও প্রসিদ্ধি লাভ করেনি।

১২. চার ইমাম ও অন্যান্য ফকীহের মতামত

আব্দুর রহমান বিন যায়দ-এর বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, মদীনার তাবেয়ী আলিমগণ শবে বরাতের আমলের প্রতি কোনোরূপ ভ্রুক্ষেপ করতেন না। পরবর্তী যুগে ফক্বীহ ও আলিমগণ উক্ত রাতের মর্যাদা নিয়ে মতভেদ করেছেন। মদীনার আলিমকুল শিরোমণি ইমাম মালিক (১৭৯ হি) ও তাঁর অনুসারী ফকীহ ও ইমামগণ উক্ত রাতের বিশেষ ইবাদত পালন করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা বলেন, এ রাতের গুরুত্ব দেওয়া, এ রাত্রিতে বিশেষ ইবাদত পালন করা বা এ রাত্রি উদযাপন করা বিদ'আত ও নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে তৎকালীন যুগের সিরিয়ার অন্যতম প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম আব্দুর রাহমান ইবনু আমর আল-আউযায়ী (১৫৭ হি) মনে করতেন যে, এ রাত্রিতে ব্যক্তিগতভাবে একাকী নিজ গৃহের মধ্যে ইবাদত ও

দোয়া মুনাজাতে রত থাকা মুস্তাহাব। ইমাম শাফেয়ীও (২০৪ হি) অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। সিরিয়ার কোনো কোনো ফকীহ এ রাত্রিতে মসজিদে এসে ইবাদত বন্দেগি করাকে ভাল বলে মনে করতেন। ইমাম আবু হানিফা (১৫০ হি) ও ইমাম আহমদ (২৪১ হি) এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেননি।[১৩৯]

পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ হাম্বলী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইবনু রাজাব (৭৫০ হি) ও অন্যান্য অনেক হাম্বলী ও হানাফী ফকীহ ইমাম আওযায়ী ও শাফিয়ীর মতের সমর্থন করেছেন। তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে এ রাত্রিতে কিছু দোয়া-মুনাজাত ও ইবাদত করাকে ভাল মনে করতেন। তবে তাঁরা এ রাত্রিতে ইবাদত করার জন্য সমবেত হওয়া বা আনুষ্ঠানিকভাবে রাত্রিটি পালন করাকে অপছন্দ করতেন ও মাকরূহ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৪০] প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা হাসান ইবনু আম্মার শুরুম্বুলালী (১০৬৯হি) উল্লেখ করেছেন যে, দু ঈদের রাত্রি, যিলহাজ্জ মাসের দশ রাত্রি ও মধ্য-শাবানের রাত্রি ইবাদত বন্দেগিতে কাটানো মুস্তাহাব, তবে এজন্য মসজিদে বা অন্য কোথাও সমবেত হওয়া মাকরূহ। তিনি বলেন:

وَيُكْرَهُ الاِجْتِمَاعُ عَلَى إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّيَالِيْ... فِيْ الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا، لأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ ﷺ وَلاَ أَصْحَابُهُ.

"এ সকল রাত্রি ইবাদতে কাটাতে মসজিদে বা অন্য কোথাও সমবেত হওয়া মাকরূহ; কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরূপ করেন নি, এবং তাঁর সাহাবীগণও এরূপ করেন নি।"[১৪১]

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা ইবনু নুজাইম (৯৭০ হি), আল্লামা আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ তাহতাবী (১২৩১হি) প্রমুখ একই কথা বলেছেন।[১৪২]

১৩. শবে বরাত বিষয়ক হাদীসগুলির প্রতিপাদ্য

মধ্য শা'বানের ফযীলত, মর্যাদা ও ইবাদত বন্দেগি সম্পর্কে বর্ণিত ও বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত সহীহ, যয়ীফ ও মাউযূ হাদীসগুলি আমরা উপরে আলোচনা করলাম। হাদীস বিষয়ক গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে আর কোনো মূল হাদীস সংকলিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে একেবারে সনদহীনভাবে আরো অনেক কথাই বিভিন্ন ওয়ায, গল্প বা ফযীলতের গ্রন্থে পাওয়া যায়, যেগুলি একেবারেই ভিত্তিহীন এবং সনদ না থাকার কারণে হাদীসতাত্ত্বিকভাবে সেগুলির বিচারও সম্ভব নয়।

এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, সহীহ হাদীসের জন্য গ্রন্থ, সনদ বা রেফারেন্সের প্রয়োজন হয়। জাল বা বানোয়াট হাদীসের জন্য গ্রন্থ ও রেফারেন্সের প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় আমরা দেখি যে, কোনো প্রচলিত পত্র পত্রিকায়, বইয়ে বা বক্তব্যে কোনোরূপ সনদ, গ্রন্থ বা সূত্র উল্লেখ না করেই 'হাদীসে আছে' বা 'হাদীস শরীফে বলা হয়েছে' বা অনুরূপ শিরোনামে অনেক কথা বলা হয় যা কোনো হাদীসের গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বস্তুত অতীত যুগে জালিয়াতগণকে জাল হাদীস বানানোর জন্য বানোয়াট সনদ তৈরি করতে হতো। বর্তমানে সেগুলিরও প্রয়োজন হয় না। "হাদীস শরীফে আছে", "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন" বা অনুরূপ কিছু বললেই সকলেই মেনে নেয়। এরূপ একেবারে সনদবিহীন ভিত্তিহীন কথাবার্তা বাদ দিয়ে মধ্য শাবানের রজনী সম্পর্কিত প্রচলিত ও বর্ণিত হাদীসগুলি আমরা উপরে আলোচনা করলাম। এ আলোচনার ভিত্তিতে আমরা নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি:

১. সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, এ রাত্রিতে আল্লাহ মুশরিক ও বিদ্বেষে লিপ্ত মানুষ ছাড়া অন্যদেরকে ক্ষমা করেন। কিন্তু এ রাত্রিতে বিশেষ কোনো আমল করতে হবে বা এ রাত্রির ক্ষমা লাভের জন্য বান্দাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে বলে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি।
২. এ রাত্রিতে ব্যক্তিগতভাবে একাকী কবর যিয়ারত করা, মৃতদের জন্য ক্ষমা চাওয়া, নিজের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা করার উৎসাহ প্রদান করে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসগুলি সবগুলির সনদেই দুর্বলতা আছে। তবে কয়েকটি হাদীসের দুর্বলতা সামান্য। একাধিক বর্ণনার মাধ্যমে যে দুর্বলতা দূরীভূত হয়। প্রথম প্রকারের সহীহ হাদীস, এ পর্যায়ের বিভিন্ন সামান্য দুর্বল বা 'হাসান লি-গাইরিহী' পর্যায়ের হাদীস এবং কোনো কোনো তাবিয়ীর কর্মের আলোকে আমরা মনে করি যে, এ রাত্রিতে ব্যক্তিগতভাবে কবর যিয়ারত করা বা মৃতদের জন্য দুআ করা, ব্যক্তিগতভাবে একাকী ইবাদত ও দোয়া মুনাজাতে রত থাকা সুন্নাত সম্মত।
৩. এ সকল ইবাদত দলবদ্ধভাবে আদায় করা, সে জন্য মসজিদে বা অন্য কোথাও সমবেত হওয়া, উক্ত রাতে বিশেষ ভাবে গোসল করা, নির্দিষ্ট সূরা পাঠের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে নামায আদায়, হালুয়া-রুটি তৈরী ও বিতরণ করা, বাড়ি, গোরস্থান বা কবরে আলোকসজ্জা করা ইত্যাদি কর্ম একেবারেই ভিত্তিহীন, সুন্নাত বিরোধী এবং নব-উদ্ভাবিত কর্ম।
৪. ১৫ই শাবানের দিবসে সিয়াম পালনের ফযীলতে কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণিত হয় নি। তবে শাবান মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন, বিশেষত প্রথম থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত সিয়াম পালন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুপরিচিত সুন্নাত। এ ছাড়া প্রত্যেক মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ সিয়াম পালনও সুন্নাত নির্দেশিত গুরুত্বপূর্ণ মুসতাহাব ইবাদত। এজন্য সম্ভব হলে শাবানের প্রথম ১৫ দিন, না হলে অন্তত ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ সিয়াম পালন উচিত।
৫. এ রাত্রিতে ভাগ্য লিখা হয় মর্মে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট, মিথ্যা বা দুর্বল।
৬. সূরা দুখানে উল্লিখিত 'মুবারাক রজনী' বলতে "শবে বরাত" বুঝানো হয় নি, বরং "শবে কদর" বুঝানো হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সমন্বিত অর্থ ও সাহাবী-তাবিয়গণের ব্যাখ্যার আলোকে এ কথা নিশ্চিত যে, মুবারক রজনী বলতে লাইলাতুল কাদ্‌র বুঝানো হয়েছে। কাজেই সূরা দুখানের আয়াতগুলি মধ্য-শাবানের রজনীর জন্য প্রযোজ্য নয়। তবে মধ্য শাবানের রজনীর পৃথক মর্যাদা রয়েছে; যা আমরা উপরের হাদীসগুলি থেকে জানতে পেরেছি।

১৪. শবে বরাতের বরকত লাভের পূর্বশত

১৪. ১. নেক আমল কবুলের সাধারণ শর্তাবলি

কুরআন ও হাদীসের আলোকে যে কোনো নেক আমল বা ইবাদত ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য তিনটি মৌলিক শর্ত রয়েছে :

(১). বিশুদ্ধ ঈমান ও ইখলাস: শিরক, কুফ্‌র ও নিফাক-মুক্ত বিশুদ্ধ ঈমান সকল ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত। উপরন্তু ইবাদতটি পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো রকম উদ্দেশ্যর সামান্যতম সংমিশ্রণ থাকলে সে ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না।

(২). সুন্নাতের অনুসরণ : কর্মটি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত বা পদ্ধতি ও রীতি অনুসারে পালিত হতে হবে। যদি কোনো ইবাদত তাঁর শেখানো ও আচরিত পদ্ধতিতে পালিত না হয়, তাহলে যত ইখলাস বা আন্তরিকতাই থাক না কেন, তা আল্লাহর দরবারে কোনো অবস্থাতেই গৃহীত বা কবুল হবে না।

(৩). হালাল ভক্ষণ : ইবাদত পালনকারীকে অবশ্যই হালাল-জীবিকা-নির্ভর হতে হবে। হারাম ভক্ষণকারীর ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

১৪. ২. শিরক বর্জন

আমরা দেখেছি যে, মধ্য-শাবানের রাত্রি বা লাইলাতুল বারাআতের ক্ষমা ও বরকত লাভের জন্য সহীহ হাদীসে দুটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে: (১) শিরক থেকে মুক্ত হওয়া ও (২) হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হওয়া। মানুষের জীবনের ভয়াবহতম পাপ হলো শিরক। অন্যান্য সকল পাপের সাথে এর পার্থক্য হলো: (১) সকল পাপই আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাওবা ছাড়াও ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু পরিপূর্ণ তাওবার মাধ্যমে শিরক বর্জন ছাড়া শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা করেন না। (২) সাধারণ পাপের কারণে মানুষের নেক কর্ম ধ্বংস হয় না, কিন্তু শিরকের কারণে মানুষের সকল নেক কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়। (৩) সকল পাপে লিপ্ত মানষেরই জান্নাতে যাওয়ার আশা থাকো, কিন্তু শিরকে লিপ্ত মানুষের জন্য আল্লাহ জান্নাত চিরতরে হারাম করেছেন এবং তার চিরস্থায়ী নিবাস জাহান্নাম।

শিরকের পরিচয়, প্রকারভেদ ও ভয়াবহতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার লেখা “কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা” গ্রন্থে। বস্তুত শিরক সম্পর্কে বিস্তারিক জ্ঞান অর্জন না করলে শিরকের মধ্যে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। এজন্য পাঠককে উপর্যুক্ত বইটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি। এ বইয়ের স্বল্প পরিসরে আমরা শিরক বিষয়ে আলোচনা করতে পারছি না।

১৪. ৩. হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন

হিংসা-বিদ্বেষ একটি মহাপাপ। মহাপাপ হওয়া ছাড়াও এ পাপ অন্যান্য নেক আমল ধ্বংস করে দেয় এবং আল্লাহর সাধারণ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত করে। উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা তা জেনেছি। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اتْرُكُوا أَوْ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا

“মানুষদের আমল প্রতি সপ্তাহে দুবার পেশ করা হয়: প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার। তখন সকল মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়, কেবলমাত্র যে বান্দার সাথে তার ভাইয়ের বিদ্বেষ-শক্রতা আছে সে ব্যক্তি বাদে। বলে দেওয়া হয়, এরা যতক্ষণ না ফিরে আসে ততক্ষণ এদেরকে বাদ দাও।”[১৪৩]

মুসলিম ভাইকে ভালবাসা ও তার কল্যাণকামনা যেমন ফরয ইবাদত, তেমনি ভয়ঙ্কর হারাম পাপ হলো মুসলিম ভাইকে শক্র মনে করা বা অমঙ্গল কামনা করা। কোনো কারণে কাউকে ভালবাসতে না পারলে অন্তত শক্রতা ও অশুভকামনার অনুভূতি থেকে হৃদয়কে রক্ষা করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব। দুনিয়াতে কেউ আমাদের পাওনা, অধিকার, সম্পদ বা পরিজনের ক্ষতি করলে আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করার সর্বপ্রকার বৈধ চেষ্টা করতে ইসলামে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে অন্য মুমিনের সাথে আমাদের বিরোধ হতে পারে। তবে বিরোধ ও বিদ্বেষ এক নয়। আমাদের হক্ক আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কথা বলতে হবে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক গীবত, নিন্দা, শক্রতা, অমঙ্গল কামনা ও ক্ষতি করার চিন্তা থেকে হৃদয়কে সর্বোতভাবে পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করতে হবে। সংঘাতময় জীবনে মানুষ হিসেবে আমাদের মধ্যে রাগ, লোভ, ভয়, হিংসা ইত্যাদি আসবেই। এসে যাওয়াটা অপরাধ নয়, বরং পুষে রাখাটাই অপরাধ। মনটা একটু শান্ত হলেই যার প্রতি বিদ্বেষভাব মনে আসছে তার নাম ধরে তার কল্যাণকামনা করে দোয় করবেন। বিরোধিতা থাকলে আল্লাহর কাছে বলবেন, আল্লাহ আমার হক্ক আমাকে পাইয়ে দিন, এছাড়া তার কোনো অমঙ্গল আমি চাই না। দেখা হলে সালাম দিবেন।

হিংসা বিদ্বেষের ভয়ঙ্করতম রূপ ধর্মীয় মতভেদগত বিদ্বেষ। খুটিনাটি মতভেদ নিয়ে শক্রতা করা এবং মতভেদকে দলভেদ বানিয়ে দেওয়া ইহূদী-খৃস্টান ও অন্যান্য জাতির ধ্বংসের অন্যতম কারণ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)বলেন :

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا

“পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলির ব্যাধি তোমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে: হিংসা ও বিদ্বেষ। এ বিদ্বেষ মুণ্ডন করে দেয়। আমি বলি না যে তা চুল মুণ্ডন করে, বরং তা দ্বীন মুণ্ডন ও ধ্বংস করে দেয়। আমার প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর শপথ করে বলছি, মুমিন না হলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর একে অপরকে ভালো না বাসলে তোমরা মুমিন হতে পারবে না।”[১৪৪]

শয়তান সকল আদম সন্তানকেই জাহান্নামে নিতে চায়। কুফুরী, মদ, ব্যভিচার ইত্যাদি মহাপাপ তার অস্ত্র। তবে যে সকল দীনদার মানুষ পাপ থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট তাদেরকে জাহান্নামে নেওয়ার জন্য শয়তানের অন্যতম অস্ত্র তিনটি: শিরক, বিদ‘আত ও হিংসা-

বিদ্বেষ। এ পাপগুলিকে শয়তান "ধর্মের" লেবাস পরিয়ে দেয়, ফলে দীনদার মানুষ না বুঝেই তার ক্ষপ্পরে পড়েন।

শয়তানের ওয়াসওয়াসায় "আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা" বা পাপের প্রতি ঘৃণার নামে আমরা মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করি। পাপকে ঘৃণা করা যেমন আমাদের দায়িত্ব, তেমনি পুণ্যকে ভালবাসাও আমাদের দায়িত্ব। আল্লাহর জন্য ঘৃণার আগে আল্লাহর জন্য ভালবাসা থাকতে হবে। কাজেই পাপ-পুন্যের ব্যালান্স করেই ঘৃণা ও ভালবাসা থাকবে। সবচেয়ে বড় পুণ্য ঈমান। যতক্ষণ কোনো মানুষকে সুনিশ্চিতভাবে কাফির বলে দবি করতে না পারব, ততক্ষণ তাকে ভালবাসা আমাদের জন্য ফরয। তার পাপের ওযন অনুসারে তার প্রতি আমার ঘৃণা বা বিরক্তি থাকবে। কিন্তু কখনোই কোনো বিদ্বেষ বা অমঙ্গল কামনা থাকবে না। মনে করুন, একজন মুসলমান নামায পড়েন এবং দাড়ি রাখেন, আর অন্য মুসলমান নামায পড়েন কিন্তু দাড়ি রাখেন না। দাড়ি পালনকারী মুসলিমের প্রতি আমার ভালবাসা বেশি হবে। দাড়ি কাটার কারণে উক্ত মুসলিম ভাইয়ের প্রতি আমার আপত্তি বা বিরক্তি থাকবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তার প্রতি আমার বিদ্বেষ বা শত্রুতা থাকতে পারে না। যদি দাড়ির জন্য তাকে শত্রু বানান, তাহলে তার ঈমান ও নামায কোথায় রাখবেন? আল্লাহ বলেছেন, মুমিনের পুণ্যকে ১০ থেকে ৭০০ গুণ বৃদ্ধি করে সাওয়াব দেবেন, আর পাপের জন্য একটিই শাস্তি। অথচ আমরা শয়তানের ওয়াসওয়াসায় মুমিনের পুণ্যকে অবজ্ঞা করে পাপকে ৭০০ গুণ বৃদ্ধি করে ফেলি।

আরো লক্ষ্যণীয় যে, ফরয-ওয়াজিব নষ্ট করা বা হারামের লিপ্ত হওয়ার কারণে কিন্তু কেউ কাউকে ঘৃণা করছে না। কিন্তু মতভেদীয় পাপ-পুণ্যের কারণে হিংসা বিদ্বেষ ছড়াচ্ছি। মীলাদ, কিয়াম, মুনাজাত, যিকরের পদ্ধতি, দীন প্রচার ও কায়েমের পদ্ধতি, কোনো একজন ইমাম, পীর, দল বা মতের কারণে আমরা একে অপরকে ঘৃণা করছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সবই মুস্তাহাব-মাকরূহ পর্যায়ের। এ ধরনের বিষয় নিয়ে হিংসা-বিদ্বেষ যে শয়তানের ষড়যন্ত্র তা বুঝতে কি বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন?

হৃদয়কে মুমিনের প্রতি বিদ্বেষের মহাপাপ থেকে রক্ষা করতে সর্বদা কুরআনের ভাষায় দুআ করা প্রয়োজন:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন। আর আপনি আমাদের অন্তরে মুমিনগণের বিরুদ্ধে কোনো হিংসা, বিদ্বেষ বা অমঙ্গল ইচ্ছা রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু, নিশ্চয় আপনি মহা করুণাময় ও পরম দয়ার্দ্র।"[১৪৫]

হৃদয়কে বিদ্বেষ থেকে মুক্ত করতে পারলে প্রতি সোমবার ও শবে বরাতে আমরা সাধারণ ক্ষমা লাভ করতে পারব। এছাড়া বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানি যে, হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত হৃদয় লালন করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম সুন্নাত। যার মনে হিংসা, বিদ্বেষ বা অমঙ্গল কামনা নেই তিনি অল্প আমলেই জান্নাত লাভ করবেন এবং জান্নাতে রাসূলুল্লাহ -এর সাহচার্য লাভ করবেন।

১৪. ৪. ফরয বনাম নফল

ফরয ও নফলের সীমারেখা অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে শবে বরাতে রাত্রিতে কম বেশি কিছু নামায পড়েন, কিন্তু সকালে ফযরের নামায জামাতে পড়ছেন না বা মোটেই পড়ছেন না। এর চেয়ে কঠিন আত্মপ্রবঞ্চনা আর কিছুই হতে পারে না। শবে বরাত বা অনুরূপ রাত বা দিনগুলিতে আমরা যা কিছু করি না কেন সবই নফল ইবাদত। সারা জীবনের সকল নফল ইবাদতও একটি ফরয ইবাদতের সমান হতে পারে না। জীবনে যদি কেউ শবে বরাতের নামও না শুনে, কিন্তু ফরয-ওয়াজিব ইবাদত আদায় করে যায় তবে তার নাজাতের আশা করা যায়। আর যদি জীবনে ১০০টি শবে বরাত পরিপূর্ণ আবেগ নিয়ে ইবাদত করে কাটায়, কিন্তু একটি ফরয ইবাদত ছেড়ে দেয় তবে তার নাজাতের আশা থাকে না। আল্লাহর ফরয নির্দেশ অমান্য করে এক রাতে কাঁদা-কাটা করে তাঁর কাছ থেকে ভাল ভাগ্য লিখিয়ে নেওয়ার মত চিন্তা কি কোনো পাগল ছাড়া কেউ করবে? ফরয ইল্‌ম, আকীদা, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্ব, হালাল উপার্জন, সাংসারিক দায়িত্ব, পিতা-মাতা, সন্তান ও স্ত্রীর দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব, সৎকাজে আদেশ অসৎকাজ থেকে নিষেধ ইত্যাদি সকল ফরয ইবাদত, যার ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য, পালন না-করে শবে বরাতের সারারাত নফল ইবাদত করা হলো দেহের ফরয সতর আবৃত না করে উলঙ্গ অবস্থায় টুপি-পাগড়ি পরে ফযীলত লাভের চেষ্টার মতই অবান্তর ও বাতুল কর্ম।

১৪. মুমিন জীবনের প্রতিটি রাতই শবে বরাত

সবচেয়ে বড় কথা হলো, মুমিন যদি একটু আগ্রহী হন তবে প্রতি রাতই তার জন্য শবে বরাত। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য ইমাম সংকলিত সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ

"প্রতি রাতে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে বলেন, আমিই রাজাধিরাজ, আমিই রাজাধিরাজ। আমাকে ডাকার কেউ আছ কি? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। আমার কাছে চাওয়ার কেউ আছ কি? আমি তাকে প্রদান করব। আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার কেউ আছ কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। প্রভাতের উন্মেষ হওয়া পর্যন্ত এভাবে তিনি বলতে থাকেন।"[১৪৬]

অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, মধ্যরাতের পরে এবং বিশেষত রাতের দু-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে তাওবা কবুল, দুআ কবুল ও হাজত মেটানোর জন্য আল্লাহ বিশেষ সুযোগ দেন।

তাহলে আমরা দেখছি, লাইলাতুল বারাআতের যে ফযীলত ও সুযোগ, তা মূলত প্রতি রাতেই মহান আল্লাহ সকল মুমিনকে প্রদান করেন। লাইলাতুল বারাআত বিষয়ক যয়ীফ হাদীসগুলি থেকে বুঝা যায় যে, এ সুযোগ শবে বরাতের সন্ধ্যা থেকে। আর উপরের সহীহ হাদীসগুলি থেকে জানা যায় যে, প্রতি রাতেই এ সুযোগ শুরু হয় রাতের এক তৃতীয়াংশ- অর্থাৎ ৩/৪ ঘন্টা রাত অতিবাহিত হওয়ার পরে, রাত ১০/১১ টা থেকে। কাজেই মুমিনের উচিত শবে বরাতের আবেগ নিয়ে প্রতি রাতেই সম্ভব হলে শেষ রাত্রে, না হলে ঘুমানোর আগে রাত ১০/১১

টার দিকে দুচার রাকআত সালাত আদায় করে মহান আল্লাহর দরবারে নিজের সকল কষ্ট, হাজত, প্রয়োজন ও অসুবিধা জানিয়ে দুআ করা, নিজের যা কিছু প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং সকল পাপ-অন্যায় থেকে ক্ষমা চাওয়া।

১৫. শেষ কথা

লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা জানার এ প্রচেষ্টার এখানেই ইতি টানছি। এ প্রচেষ্টার মধ্যে যদি কিছু কল্যাণকর থাকে তবে তা একান্তভাবেই আমার মহান রব্বের দয়া। আর এর মধ্যে যা কিছু ভুলভ্রান্তি রয়েছে তা সবই আমার অযোগ্যতা ও শয়তানের কারণে। আমি সকল ভুলভ্রান্তির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। এ প্রচেষ্টা যদি কোনো পাঠককে এ রাতের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ ও উজ্জীবনে উদ্বুদ্ধ করে তবে তা হবে আমার বড় পাওয়া। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর মহান রাসূল (ﷺ)-এর নুসরাত ও তাঁর সুন্নাতের পুনরুজ্জীবনের জন্য কবুল করে নিন। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় রাসূলের (ﷺ) উপর। প্রথমে ও শেষে সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্ত।